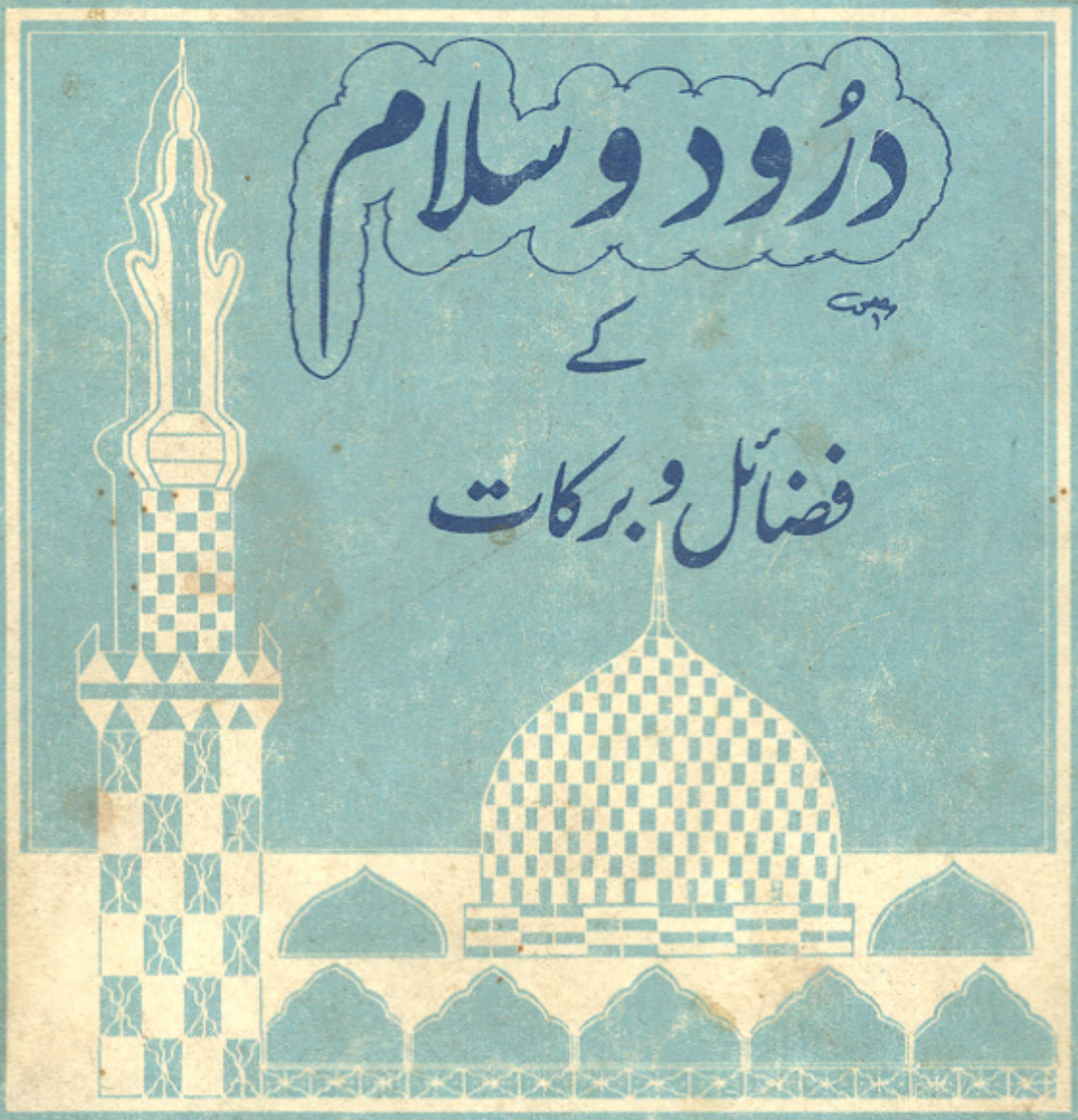

দরূদ ও সালামের ফাযায়িল ও বারাকাত

بسم الله الرحمن الرحيم

شفيع المذنبين رحمة للعالمين حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

দরূদ ও সালামের ফাযায়িল ও বারাকাত

মূল ঃ নযির আহমদ (ঃ) আফীয়া আনহু
খানকায়ে সিরাজীয়া আলীয়া, মুজাদ্দেদীয়ার,
কুন্দিয়াল, মিয়ানওয়ালী।

انجمن نصرة القرآن

অনুবাদকঃ হাফেজ মোঃ আতাউর রহমান
খানকায়ে সিরাজীয়া
বাড়ী ১০৯, রোড ৯ এ
ধানমন্ডি, ঢাকা

হাদীয়া ঃ বিশ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	প্রারম্ভিকা	৫
	প্রথম পরিচ্ছেদ	
২.	দরূদ শরীফের ফাযায়িল	৯
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
৩.	বিশেষ বিশেষ দরূদ শরীফের বিশেষ বিশেষ ফাযায়িল	১৫
৪.	সালাতুত্ তাছবীহ্ এর নিয়মাবলী	১৬
৫.	রিয্ক প্রশস্ততার জন্য দরূদ শরীফ	২০
৬.	বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরূদ শরীফ	২১
৭.	নবী করীম (সাঃ)- এর যিয়ারত লাভের জন্য দরূদ শরীফ	২৪
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
৮.	দরূদ শরীফ না পড়ার দরুণ শাস্তির হুশিয়ারী	২৮
৯.	পবিত্র রমযানে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা	৩০
১০.	হুযূর (সাঃ)-এর উপর দরূদ শরীফ না পড়ার শাস্তি সমূহ	৩০
১১.	পিতা-মাতার অধিকার	৩২
	চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
১২.	দরূদ শরীফ সম্পর্কে বিভিন্ন উপকারিতা	৩৪
	পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
১৩.	দরূদ ও সালাম সম্পর্কিত ৪০টি হাদীসে নবভী	৪২
১৪.	দরূদ শরীফ সম্পর্কে ২৫টি হাদীস শরীফ	৪২
১৫.	উপসংহার	৭৫
১৬.	কাছীদা-ই-বুরদাহ্ শরীফ	৭৭
১৭.	হুযূরের পাদুকা সম্পর্কে হযরত থানভীর বাণী	৮৭
১৮.	পবিত্র পাদুকার নক্শার কতেক কার্যকারিতা ও বিশেষত্ব	৯০
১৯.	হুযূর (সাঃ)-এর পাদুকার নকশা	৯৫
২০.	এই পুস্তিকার সৌন্দর্য	৯৬

প্রারম্ভিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا مُتَوَاتِرًا وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ سَلَامًا مُتَكَاثِرًا وَالرِّضْوَانُ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مُتَوَاتِرًا ـ

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহ যিনি এই অধম বান্দাহ্র অন্তরে নিজের বিশেষ অনুগ্রহে রাসূল্লাহ (সাঃ)- এর এই পবিত্র বাণীটি আমার অন্তরে ঢেলে দেন যে,

যে ব্যক্তি (রাহমাতুললিল আলামীন ও শাফী-ইল্ মুযনাবীন) "বিশ্ব জগতের জন্য রাহমাত স্বরূপ ও পাপীদের জন্য সুপারিশকারী" হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- এর প্রতি পুস্তিকাকারে (লিখিত ভাবে) দরূদ শরীফ প্রেরণ করে।

ফেরেশ্তাকূল সর্বদায় তার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করে থাকেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর এই মহান বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে আমার এমন একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব রচনা করার ইচ্ছা হলো যাতে থাকবে দরূদ শরীফ এবং এর ফযীলত ও বারাকাত সমূহের বর্ণনা। আরো থাকবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- এর প্রতি সালাম ও দরূদ প্রেরণ

সম্বলিত চল্লিশটি হাদীস শরীফ।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কিত চল্লিশটি হাদীস আমার উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উলামাদের দলে হাশর করবেন। এবং আমি তার জন্য শাফাআত (সুপারিশ) করবো। যাহোক, আমার ইচ্ছা হলো এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করে নবী করীম (সাঃ)- এর উম্মতের কাছে পৌঁছানো এবং তাদেরকে এই মর্মে অনুপ্রাণিত করা যে, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সামর্থ্য দান করেছেন তারা যেন একাকী অথবা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে এই পুস্তিকাটি যত বেশী সম্ভব প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

আর সম্ভব হলে বিনা মূল্যে এটি প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে পৌঁছিয়ে দেন, যাতে প্রত্যেক মুসলমান হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- এর প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করতে পারেন।

হুযূর আলাইহিস্সালাতু ওয়াস্সালাম ইরশাদ করেছেন যেঃ "কোন মুসলমান যদি অপর মুসলমানকে সৎকাজে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে, তাহলে যত লোক সেই পূণ্য কাজটি করবে এবং এর দ্বারা যত সাওয়াবের অধিকারী হবে - এই কাজে উৎসাহ দানকারী ব্যক্তিটি একাই তার সমপরিমাণ সাওয়াবের অধিকারী হবে।"

سُبحان اللہ (সুবহানাল্লাহে) আল্লাহরই প্রশংসা।

এটি মহান আল্লাহ্ তা'আলার কত বড় রহমত যে, খোদ তিনিই মানুষকে ধন-সম্পদ দান করেন, আবার তাঁর কাজে ব্যয় করার জন্য খোদ তিনি-ই তাদেরকে তাওফীক (সামর্থ্য) দান করেন। উপরন্তু ঐ সমস্ত নেক কাজের প্রতিদান স্বরূপ তিনিই তাদেরকে অফুরন্ত এহ্সান ও পুরস্কারের অধিকারী করেন।

আসলে "এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার দান, যাকে ইচ্ছা তিনি এর দ্বারা সৌভাগ্যমন্ডিত করেন।"

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

(জালেকা ফাজলুল্লাহি য়ুতিহে মাইয়াশায়ু)।

এই পুস্তিকাটিকে পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে দরূদ ও সালামের ফযীলত সমূহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষ বিশেষ দরূদ শরীফের বিশেষ বিশেষ ফযীলত সমূহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে দরূদ শরীফ না পড়ার জন্য শাস্তিসমূহ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে দরূদ শরীফের অন্যান্য উপকার সমূহ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে দরূদ ও সালাম সম্পর্কিত চল্লিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর রয়েছে এই পুস্তিকাটির উপসংহার।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয় নবী যিনি -

شفیع المذنبین رحمۃ للعلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

(শাফিউল মুজনেবীন রাহমাতুললিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা, আহাম্মদ-মুজতাবা (সাঃ)- এর অসীলায় এই পুস্তিকাটিকে সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য কল্যাণকর করুন এবং আমাদের সকলকে রাহমাতুল্লিল আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লিম-এর শাফাআ'ত (সুপারিশ) দ্বারা ধন্য করুন। - আমীন!

آمین بحرمت نبی الکریم علیہ وعلی آلہ والتسلیم۔

(আমিন বেহুরমতে নাবীয়্যীল করিম আলাইহে ওআলা আলিহী ওয়াততাসলীম)।

॥ ০ ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফের ফাযায়িল

১। মহানবী (সাঃ)- এর প্রতি দরূদ ও সালামের গুরুত্ব ও ফযীলত যে কত বেশী, তা এ থেকেই অনুমিত যে, খোদ্ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং তাঁর ফেরেশ্তাগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করেন। যেমন কুরআন মজিদে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু য়ুসাল্লুনা আলান্নবী ইয়া আইয়ুহাল লাজিনা আমানু সাল্লুআলাইহে ওয়া সাল্লেমু তাসলিমা)।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্তাগণ নবী করীম (সাঃ)- এর উপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা তাঁর উপর দরূদ শরীফ ও সালাম প্রেরণ কর। (৩৩ ঃ ৫৬) সূরা আহযাব।

২। হাদীস শরীফে আছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিই হবে আমার নিকটতর, যে আমার প্রতি অধিকতর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করবে। (তিরমিযী)

৩। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ তা'আলার বহু ভ্রাম্যমান ফেরেশ্‌তা রয়েছে। যাদের দায়িত্ব হলো, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে, তা আমার কাছে পৌছিয়ে দেয়া। (আবূদাউদ)

৪। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ আমি হযরত জিব্রাঈল (আঃ)- এর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে এই মর্মে সুসংবাদ জানান যে, বিশ্ব প্রভু ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে, আমি তার প্রতি রহমত নাযিল করবো। আর যে ব্যক্তি আপনার উপর সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার প্রতি শান্তি বর্ষণ করবো। আমি এটা শুনে শোকরানা সিজদা আদায় করলাম। (সাহীহুল মুশতাদরাক লিলহাকিম)

৫। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ শুক্রবার দিন আমার উপর বেশী করে দরূদ শরীফ পড়, কেননা ঐ দিন আমার সামনে দরূদ শরীফ পেশ করা হয়। (আবূ দাউদ)

৬। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হয়, সে যেন আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে। (নাসায়ী)

৭। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ তোমরা আমার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছে যায়। (নাসায়ী)

৮। হুযূর (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি আমার উপর

একবার দরূদ প্রেরণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করবেন। তার দশটি গুনাহ্ মাফ করা হবে, দশটি মর্তবা বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং দশটি নেকী তার আমলনামায় লিখা হবে। (নাসায়ী)

৯। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ দরূদ শরীফ পাঠকারীর উপর আল্লাহ্ তা'আলা ৭০টি রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশ্তারা তার জন্য ৭০ বার দু'আ করেন।

১০। নবী করিম (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের ভয়াবহতা ও বিপদ থেকে সেই ব্যক্তি অধিক পরিত্রাণ পাবে, যে দুনিয়াতে আমার উপর অধিক দরূদ প্রেরণ করবে। (সাআয়াহ)

১১। নবী করিম (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি আমার উপর সকালে ১০ বার ও সন্ধ্যায় ১০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে সে কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত পাবে। (তাবারানী)

১২। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার একশতটি অভাব পূরণ করা হবে – তার মধ্যে ৩০টি দুনিয়ার এবং অবশিষ্টগুলো আখিরাতের।

১৩। হযরত উবাই বিন কাআব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিলেন, আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আমি আপনার প্রতি প্রচুর দরূদ শরীফ পাঠ করি। তবে কি পরিমাণ দরূদ পাঠ অভ্যাসে আমি গড়ে

তুলবো? হুযূর (সাঃ) বললেন, যে পরিমাণ তোমার মন চায়। আমি আরয করলাম এক চতুর্থাংশ সময় দরূদ পড়বো? তিনি বললেন, যে পরিমাণ তোমার মন চায়। যদি বাড়িয়ে দাও তাহলে তা হবে তোমার জন্য অধিকতর ভাল। আমি আরয করলাম তাহলে অর্ধেক সময়? তিনি বললেন, যে পরিমাণ তোমার ইচ্ছা, কিন্তু যদি আরো বেশী পড় তাহলে অধিক উত্তম। তখন আমি বললাম তাহলে আমি শুধুমাত্র দরূদ শরীফই পড়তে থাকবো? তিনি বললেন তাহলে এখন থেকে তোমার সকল চিন্তার অবসান হবে এবং তোমার গুনাহ্ও মাফ করে দেওয়া হবে। (সাহীহুল মুশতাদরীক লিলহাকীম)

১৪। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ সকল দু'আ আটকে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর (সাঃ) এবং তাঁর পরিজনের প্রতি দরূদ প্রেরণ না করা হয়। (তাবারানী)

১৫। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বলেন ঃ দু'আ আসমান ও যমীনের মধ্যে ঝুলে থাকে, উপরে উঠে না যতক্ষণ পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ)- এর প্রতি দরূদ প্রেরণ না করা হয়। (তিরমিযী)

১৬। মাওয়াহেবে লুদুনইয়ায় তাফসিরে কুশায়রী থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিয়ামতের দিন যখন কোন একজন মু'মিনের নেকীর পাল্লা হাল্কা হয়ে যাবে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের অঙ্গুলির অগ্রভাগ সমান একটি চিরকুট বাহির করে পাল্লায় রাখার পর নেকীর পাল্লা ভারি হয়ে যাবে। সেই মু'মিন বান্দা বলবে আমার পিতা-মাতা আপনার উপর

কুরবান হউন, আপনি কে? কতই না সুন্দর আপনার আকৃতি ও ব্যবহার। তখন নবীজী বলবেন, আমি তোমার নবী এবং এটা হলো দরূদ শরীফ যা তুমি আমার উপর পড়েছিলে, আমি তোমার প্রয়োজনের সময় পরিশোধ করে দিলাম।

(পাদটিকা হিসনেহাসীন)

১৭। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রাহঃ) একজন অত্যন্ত সম্মানিত তাবে'য়ী ও মহানুভব খলীফা ছিলেন। তিনি সিরিয়া থেকে মদীনায় বিশেষ দূত পাঠাতেন, যাতে সে তাঁর পক্ষ থেকে রাওযামুবারকে উপস্থিত হয়ে সালাম নিবেদন করে।

(ফাতহুল কাদীর থেকে হিসনের পাদটিকায়)

১৮। আল্লাহ্ তা'আলা এমন মানুষকে পছন্দ করেন, যে অর্ধরাতে উঠে অথচ কেউ তা জানতে পারে না। অতঃপর ওযু করে তার পর আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করে, তারপর দরূদ শরীফ পাঠ করে এবং তারপর কুরআন শরীফ পড়তে শুরু করে।

১৯। একজন মুসলিম যেন অবশ্যই আযানের পর দরূদ শরীফ পড়ে এবং আল্লাহ্র নিকট নবী (সাঃ)- এর জন্য অসীলার দু'আ করে। (তিরমিযী)

২০। নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি আমার কবরের পার্শে দরূদ শরীফ পাঠ করলে আমি নিজে তা শুনি এবং কোন ব্যক্তি দূর থেকে পড়লে তা আমার

নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। (বাইহাকী)

২১। হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হুযূর (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ আমার উপর শুক্রবার দিন অধিক দরূদ পাঠ করবে। এই জন্য যে, এই পবিত্র দিনে ফেরেশ্‌তারা হাজির থাকেন এবং যখন কোন ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে, তখন সেই দরূদ সাথে সাথে আমার নিকট পেশ করা হয়, আমি আরয করলাম, হে রাসূল! আপনার ইন্তেকালের পরেও? হুযূর ইরশাদ করেন হ্যাঁ, ইন্তেকালের পরেও।

আল্লাহ্ তা'আলা যমীনের উপর আম্বীয়াদের দেহ ক্ষয় করা হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র নবীগণ জিন্দা থাকেন এবং তাকে রিয্‌ক দেওয়া হয়। (ইব্‌নে মাজাহ)

॥ ০ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশেষ বিশেষ দরূদ শরীফের বিশেষ বিশেষ ফাযায়িল

১। হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমার সঙ্গে হযরত কায়া'ব (রাঃ)- এর সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন যে, আমি আপনাকে এমন একটি হাদিয়া প্রদান করব, যা আমি নবীজীর নিকট থেকে শুনেছি।

আমি বললাম অবশ্যই দান করুন। তিনি বললেন, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) কে আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর কি শব্দ দ্বারা দরূদ পাঠ করব? আল্লাহ্ তা'আলাতো আমাদেরকে আপনার প্রতি সালাম কিভাবে প্রেরণ করব তা বাতলিয়ে দিয়েছেন।

(যেমন নামাযে পড়ার নির্দেশ আছে)

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

(আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবীয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু)।

হুযূর (সাঃ) বলেন, এভাবে দরূদ শরীফ পড়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিউ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিমা ওয়ালা আলে ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদিউ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা বারকতা আলা ইবরাহিমা ওয়ালা আলে ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

(বুখারী শরীফ)

এখানে হাদিয়া অর্থ হুযূর (সাঃ)- এর হাদীস শরীফ। কেননা সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর কাছে মেহমান এবং বন্ধুবান্ধবদের জন্য পানাহারের বস্তুসমূহের চাইতে উৎকৃষ্টতর হাদিয়া ও উপঢৌকন ছিল হুযূর (সাঃ)- এর যিকর তার হাদীস সমূহ এবং তাঁর হালাত ও অবস্থাদি।

সালাতুত্ তাস্‌বীহ-এর নিয়মাবলী

যেমন খোদ্ হুযূর (সাঃ) সালাতুত্ তাস্‌বীহ (নামায) সম্পর্কে আপন চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) কে বলেন,

"হে চাচা! আপনাকে কি একটি হাদিয়া, তুহ্‌ফা বা বখশীশ প্রদান করবো না। এ শব্দগুলোর তিনি বার বার পুনরাবৃত্তি করেন, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের নিকট ঐ সমস্ত জিনিসের কদর বস্তু জগতের জিনিস থেকে অনেক বেশী ছিল। যেমনটি তাদের অবস্থা ইহার প্রমাণ বহন করে।

এরই ভিত্তিতে হযরত কাআব (রাঃ) উহাকে হাদিয়া শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)- কে এই সালাতুততাছবীহ- এর সাওয়াব ও নিয়মাবলী এভাবে

বর্ণনা করেছেনঃ হে চাচা! আপনাকে কি আমি এমন দশটি তুহফা প্রদান করবো না, দশটি নিয়ামত দিব না, দশটি পুরস্কার দেব না এবং দশটি কথা বলব না - যখন আপনি এগুলোর উপর আমল করবেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা আপনার অগ্রে-পশ্চাদের, পুরাতন-নূতন, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত, ছোট-বড়, বাহ্যিক- অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। আপনি চার রাকা'আত নামায এভাবে পড়বেন যে, প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা পড়বেন। কিরাত শেষ হওয়ার পর দাড়িয়ে দাড়িয়ে ১৫ বার পড়বেন।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

(সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু অআল্লাহু আকবর)।

অতঃপর রুকুতে যেয়ে তিন বার

(সুবহানা রাব্বিআল আযিম)। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

পড়ার পর দশ বার উক্ত দু'আ রুকুর অবস্থায় পড়বেন।

রুকু থেকে দাড়িয়ে

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

(সামি আল্লাহুলিমান হামিদা রাব্বানা লাকাল হামদ)।

পড়ার পর ১০ বার দু'আ পড়বেন, অতঃপর সিজদায় গিয়ে

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

(সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা)।

পড়ার পর ১০ বার উক্ত দু'আ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ...

(সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ)।

সিজদার অবস্থায় পড়বেন। পরে সিজদা থেকে

اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর)। বলে মাথা উঠিয়ে বসে বসে ১০ বার সেই দু'আ পড়বেন, অতঃপর দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে, বার তাসবীহ পড়ার পর সিজদা অবস্থায় ১০ বার দু'আ পড়বেন। সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বসে বসে ১০ বার উক্ত দু'আ পড়বেন। এখন প্রত্যেক রাকা'আতে পূর্ণ ৭৫ বার উক্ত দু'আ পাঠ করা হলো।

এই তরীকায় আপনি ৪ রাকা'আতে পূর্ণ ৩০০ বার উক্ত দু'আ পড়বেন। যদি সম্ভব হয় প্রত্যেক দিন একবার পড়বেন, যদি না পারেন প্রত্যেক শুক্রবার (জুম'আর নামাযের পূর্বে) একবার পড়বেন, ইহাও সম্ভব না হলে প্রত্যেক মাসে একবার পড়বেন। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে প্রত্যেক বৎসরে একবার পড়ে নিবেন। আর যদি ইহাও সম্ভব না হয় তবে জীবনে অন্ততঃ একবার অবশ্যই পড়বেন।

২। হযরত সাহ্‌ল বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি

শুক্রবার দিন আছরের নামাযের পরে আশি (৮০) বার নিম্নের এই দরূদ শরীফটি পাঠ করবে, সেই ব্যক্তির ৮০ বৎসরের গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মদনীন নাবীয়্যীল উম্মিয়ী ওআলা আলেহী ওয়া সাল্লাম)।

(তাবারানী)

৩। হযরত রুওয়াইফে' বিন সাবিত আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি পড়বে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিউ ওয়া আনযিলহু মাকআদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াওমাল কেয়ামাহ)।

(তাবারানী)

তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়।

৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

(জাজাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদাম মাহুয়া আহলুহু)।

ছোট দু'আটি পড়বে, সেই ব্যক্তির সাওয়াবের হিসাব নির্ধারণের জন্য সত্তর (৭০) জন ফেরেশ্‌তা এক হাজার দিন পর্যন্ত হিসাব রাখার জন্য ভয়ানক ব্যস্ততার মধ্যে থাকবে।

রিযক প্রশস্ততার জন্য দরূদ শরীফ

৫। হযরত আবূ সাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, নিজের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করতে চাইলে সে যেন এই দরূদ শরীফটি পাঠ করে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ (طبرانى)

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিন আবদিকা ওরাসুলিকা ওয়াআলাল মুমেনীনা ওয়াল মুমিনাতি ওয়াল মুসলেমীন ওয়াল মুসলিমাত)।

(তাবারানী)

রাওযাতুল আহবাবে ইমাম ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম মাদানী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ) এর ইন্তেকালের পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখি এবং জিজ্ঞাসা করি, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কি ব্যবহার করেছেন?

তিনি বলেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন, আমাকে যেন সম্মানের সাথে

বেহেশ্‌তে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এসবই হচ্ছে সেই দরূদ শরীফের বরকত যা আমি পড়তাম। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম সেটা কোন্ দরূদ শরীফ? তিনি বললেন-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিন কুল্লামা যাকেরাহু লায্ যাকেরুনা ওয়া কুল্লামা গাফালা আন যিকরেহিল গাফেলুন)।

(হিস্‌নিহাসন)

বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরূদ শরীফ

মানাহিজুল হাসানাতি ইবনে ফাকিহানী ফজ্‌রে মনীর কিতাব থেকে উদ্বৃত্ত করা হয়েছে যে, মুছা যারীর নামের একজন বুযূর্গ ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর গত জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন, তিনি বলেন - একদা একটি জাহাজ ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল আর আমি সেই জাহাজের একজন আরোহী ছিলাম। সে সময় আমি কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পরি, এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে নিম্নের দরূদ শরীফটি শিক্ষা দিয়ে বলেন যে, জাহাজবাসীরা যেন হাজার বার ইহা পাঠ করে। আমরা উক্ত দরূদ

শরীফটি ৩০০ বারও পড়তে পারিনি এমন সময় জাহাজ বিপদমুক্ত হয়ে গেলো। সেই দরূদ শরীফটি হলো এই-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَ
تَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ
وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ
مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদেনা মুহাম্মদিন সালাতান তুনাজ্জিনা বেহামিন জামিয়্যীল আহওয়ালও অলআফাতী ওয়াতাকদী লানা বেহা জামিয়্যীল হাযাতি ওয়াতুতাহিরুনা বেহামিন জামিয়্যীস সাইয়্যে আতি ওয়াতার ফাউনা বেহা ইনদাকা আলাদ দারাযাতি ওয়াতুবাল্লিগুনা বেহা আকছাল গায়াতে মিন জামিয়্যীল খাইরাতি ফিল হায়াতি ওয়াবাদাল মমিতি ইন্নাকা আলা কুল্লি সাইয়্যিন কাদির)।

দ্রষ্টব্য– (ফায়ীদা) হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) "যাদুস্ সাইদ" কিতাবের পাদটীকায় এই দরূদ শরীফ অধিক পড়ার এবং ঘরে লিখে রাখলে সকল প্রকার মহামারি ও উদরাময় কঠিন রোগবালা

থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইহা অত্যন্ত উপকারীও পরীক্ষিত।

এবং ইহা বেশী বেশী পাঠের দ্বারা অন্তরে অনাবিল প্রশান্তি লাভ হয়।

তিনি লিখেন যে, মসজিদে যাওয়া এবং বাহিরে আসার সময় হাদিস শরীফে ইহা পড়তে বলা হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ۔

(বিসমিল্লাহি ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ)।

মুসলিম ও তিরমিযী শরীফে আছে যে, আযানের পর নবী করীম (সাঃ)- এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ কর এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর জন্য অসীলার দু'আ কর।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেন- "যে ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)- এর উপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করে না সেই ব্যক্তির ওযু হয় না"। (ইবনে মাজাহ)

ফায়েদাহ্ - অর্থাৎ সে ব্যক্তি পূর্ণ ছাওয়াব থেকে মাহরুম থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন- "যে আমার কবরের নিকট দরূদ শরীফ প্রেরণ করে আমি তা শুনে নেই।" (বাইহাকী)

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) "যাদুস্সাঈদ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, সবচেয়ে অধিক সুস্বাদু এবং অতি মিষ্টিতো দরূদ শরীফের এই বিশেষত্ব যে,

প্রেমিকগণ দরূদ শরীফের আধিক্যের কারণে স্বপ্নে হুযূর (সাঃ)- এর যিয়ারত নছীব হয়ে যায়।

কতিপয় দরূদ শরীফকে বুযূর্গগণ বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করেছেন। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহঃ) তাঁর রচিত "তারগীবে আহলুস্‌সায়াদাতে" আছে যে, শুক্রবার রাতে দুই রাকাআত নফল নামায পড়ে প্রত্যেক রাকাআতে ১১ বার আয়াতুল কুরছী ও ১১ বার সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰه ... (কুল হুয়াল্লাহু আহাদ)।

এবং সালামের পরে ১০০ বার নিম্নের দরুদ শরীফ পড়বে। আলাহ্ চাহেত তিন শুক্রবার অতিবাহিত না হতেই হুযূরের যিয়ারত নছীব হবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلِّمْ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিনিন আন্নাবি আলউম্মিয়্যী ওয়া আলেহী ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লীম)।

নবী করীম (সাঃ)-এর যিয়ারত লাভের জন্য দরূদ শরীফ

উক্ত শায়খ আরো লিখেছেন, যে ব্যক্তি দুই রাকা'আত নামায পড়ে প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতেহা পড়ার পর ২৫ বার সূরা ইখলাস

(কুল হুয়াল্লাহু আহাদ)। . . . قُل هو الله احد

এবং সালামের পর ১০০০ বার এই দরূদ শরীফ পাঠ করে, সেই ব্যক্তির নবী করীম (সাঃ)- এর যিয়ারত নছীব হবে।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ -

(সাল্লাল্লাহু আলান্নাবিয়্যীল উম্মিয়ী)।

উক্ত শায়খ আরো লিখেছেন যে, নিদ্রা যাওয়ার সময় ৭০ বার এই দরূদ শরীফ পাঠ করলে যিয়ারত নছীব হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعُرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَ اِمَامِ حَضْرَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُوْرِ ضِيَائِكَ صَلٰوةً تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقٰى بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلٰوةً تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা মাযরু আনওয়ারিকা ওয়ামাদানু আসরারিকা ওয়ালিসানু হুজ্জাতিকা ওয়াআরুসু মমলেকাত ওয়া ইমামু হাযরাতেকা ওয়া তাররাজু মুলকেকা ওয়া খাযায়েনু রাহমাতিকা ওয়া তারিকু শারিয়্যাতেকা আলমোতাকাদ্দাম মিন রেযাকা সালাতান কুদুমুন

বেদাওয়াহিকা ওয়াতাবকী বিবাকায়্যিকা লা মুনতাহা লাহা দোনা ইলমিকা সালাতান তারদিকা ওয়াতারজী বেহা আন্না ইয়া রাব্বাল আলামীন)।
অনুরূপভাবে ইহাও নিদ্রা যাওয়ার সময় কয়েকবার পড়ার যিয়ারতের জন্য শায়খ লিখেছেন।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ وَرَبَّ الرُّكْنِ وَ
الْمَقَامِ اَبْلِغْ لِرُوْحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنَّا السَّلَامَ۔

(আল্লাহুম্মা রাব্বিল হিল্লে ওয়াল হারামি ওয়া রাব্বুরুকনে ওয়ালমাকামি আবাল্লিগ লেরুহে সায়্যিদেনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদিন মিন্নাস সালাম)।
কিন্তু বড় শর্ত হলো এই, দৌলত হাসিলের জন্য অন্তরে পূর্ণ আগ্রহ থাকতে হবে এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল পাপাচার থেকে বেঁচে থাকতে হবে।
লক্ষণীয়ঃ স্বপ্নে নবী করীম (সাঃ)- এর যিয়ারত (দেখা) লাভ বড় সৌভাগ্য, কিন্তু দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথম এই যে, যার জাগ্রত অবস্থায় এই ভাগ্য হয়নি তার জন্য সে স্থলে স্বপ্নে যিয়ারত লাভ হওয়া অত্যন্ত বড় নিয়ামত এবং অতি বড় সম্পদ।

আর এই সৌভাগ্য অর্জনে কোন মানবীয় প্রচেষ্টার হাত নেই। ইহা একমাত্র আল্লাহর দান। হাজার হাজার লোকের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে এই অবস্থায়। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশী বেশী দরূদ শরীফ পাঠ এবং নবী করীম (সাঃ)- এর প্রতি অধিক মুহাব্বাত রাখলে পরে দয়াময় প্রভু নিজের রহমত দ্বারা নবীজীর যিয়ারত লাভ ভাগ্যে নছীব

করেছেন। কিন্তু এটা অপরিহার্য নয়।
এই জন্য নবীজীর যিয়ারত না হলে বিষণ্ন হওয়া উচিৎ নয়। কেননা কারও কারও জন্য এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত (রহস্য) রয়েছে।।
দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয়টি হলো, যে ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখেছে সে নিশ্চিত রূপে নবী আকরাম (সাঃ) কে-ই দেখেছে।
সহি (বিশুদ্ধ) হাদীস সমূহের দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, শয়তানকে আল্লাহ্ তা'আলা এই শক্তি-ই দান করেন নি যে, সে স্বপ্নে নিজেকে নবী করীম (সাঃ)- এর ছুরত (আকৃতি) প্রকাশ করবে।
উদাহরণস্বরূপ সেই ব্যক্তির এ কথা বলা যে, আমি নবী কিংবা স্বপ্নচারী ব্যক্তি শয়তানকে নবী মনে করে বসবো। এজন্য যে, ইহাতো হতেই পারে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি দর্শনকারী ব্যক্তি হুযূর (সাঃ) কে তাঁর প্রকৃত ছুরত না দেখে তবে বুঝতে হবে এটা তার নিজের দোষ।
আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজের গুনাহ্র জন্য ক্ষমা চাইবে এবং হুযূর (সাঃ)- এর অনুসরণ পূর্ণভাবে পালন করার চেষ্টা করবে।
আল্লাহ্ তা'আলা যিয়ারতের তাওফীক (সামর্থ্য) নছীব করেন।
আমিন!

॥ ০ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফ না পড়ার দরুন শাস্তির হুশিয়ারী

রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে মজলিসে আল্লাহ্ তা'আলার জিকির এবং আল্লাহ্র রাসূলের উপর দরূদ পাঠ না করা হয়, কিয়ামতের দিবসে সেই মজলিস তাদের জন্যে অনুতাপের হেতু হয়ে থাকবে, যদিও ছাওয়াবের কারণে তারা জান্নাতেই প্রবেশ করে থাকে। (আবূ দাউদ)

রাসূল (সাঃ) ইরশাদ ফরমান "বড় কৃপণ সেই ব্যক্তি যার সম্মুখে আমাকে স্মরণ করা হবে এবং সে আমার উপর দরূদ পড়ে না" (ছাহীহুল মুছতাছদরীক লিলহাকেম)

হুযুর (সাঃ) ইরশাদ করেন, "ধ্বংস হয়ে যাক সেই ব্যক্তি যার সামনে আমার উল্লেখ হবে আর সে আমার প্রতি দরূদ পড়ে না"। (তিরমিজী)

রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন "যে কেউ আমার প্রতি দরূদ পাঠাতে ভুলে যায়, সে জান্নাতের রাস্তা থেকে পালিয়ে যায়। (ইবনে মাজাহ)

হযরত কায়া'ব বিন আজুরা (রাঃ) বলেন যে, একবার নবী করীম (সাঃ) ছাহাবাদের উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, মিম্বারের নিকটবর্তী হতে। সুতরাং আমরা অনতিবিলম্বে হুযূরের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম। যখন হুযূর (সাঃ) মিম্বারের প্রথম সিঁড়িতে পা মুবারক রাখলেন, তখন বললেন আমীন! যখন দ্বিতীয় সিড়িতে পা রাখলেন তখনও আমীন বললেন।

আর যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন তখন আবারও আমীন বললেন। হুযূর যখন খুতবা শেষ করে নিচে নেমে আসলেন তখন আমরা সকলেই আরয করলাম যে, আজ আপনাকে মিম্বারে উঠা অবস্থায় এমন কথা শুনতে পাই যা পূর্বে আর কখনও শুনি নাই। হুযূর বলেন সেই আমীন বলার সময় হযরত জিব্রাঈল আমীন (আঃ) আমার সম্মুখে এসে ছিলেন। (যখন আমি প্রথম সিঁড়িতে পা রেখেছি তখন তিনি বললেন ধ্বংস হওক সেই ব্যক্তি যে রমাযান মাস পাওয়ার পরও তার গুনাহ্ মাফ করাতে পারে নাই। অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ্র আহকামের উপর আমল না করে আল্লাহ্কে রাযী করে নাই।) কাজেই আমি বলেছি আমীন। অতঃপর যখন দ্বিতীয় সিড়িতে উঠি তখন তিনি বললেন- ধ্বংস হওক সেই ব্যক্তি যার সম্মুখে আপনার স্মরণ করা হয়। কিন্তু আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে না, আমি বললাম আমীন। যখন তৃতীয় সিড়িতে আরোহণ করি, পুনরায় জিব্রাইল (আঃ) বললেন ধ্বংস হওক সেই ব্যক্তি, যার সম্মুখে তার পিতা-মাতা বা তাদের মধ্যে কোন একজন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে আর সে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করায় নাই [অর্থাৎ সে ব্যক্তি তাদের (পিতামাতা) খেদমত করে তাদেরকে রাযী-খুশী করাতে পারে নাই] আমি বলেছি আমীন!

দ্রষ্টব্যঃ

এই হাদীসে হযরত জিব্রাইল (আঃ) তিনটি বদ্দোয়া (অভিশাপ) করেছেন। এবং নবী করীম (সাঃ) তিনটির উপরই আমীন বলেছেন। প্রথমত হযরত জিব্রাঈল (আঃ) যেমন মুকাররব (নিকটতম) ফেরেশ্তার অভিশাপই কি

কম এবং নবী করীম (সাঃ)- এর আমীন বলার দ্বারা আরও সুস্পষ্ট শক্ত বদ্ দু'আ প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ পাক স্বীয় ফযল ও করম দ্বারা আমাদেরকে এই তিন বদ্দু'আ থেকে বাচার তাওফিক দান করুন। আমীন!

পবিত্র রমযানে মহান আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করা

প্রথম সেই ব্যক্তি যার উপর দিয়ে মোবারক রমযান মাস অতিবাহিত হয়ে গেলো। অথচ তার ক্ষমা হয় নাই। অর্থাৎ রমযানুল মোবারক যেমন খাইর ও বরকত এবং মাগফিরাতের মাসটিকেও অমনোযোগিতা আর পাপাচারে অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন এ ধরনের দুর্ভাগাদের জন্য ধ্বংস নিশ্চিত হয়ে যায়। ক্ষমা পাওয়ার পদ্ধতি হলো এই যে, আল্লাতা'আলার নির্দেশাবলী রোযা, তারাবীহর নামাযগুলো পরিপূর্ণ নিয়মানুবর্তীতায় আদায় করবে। নিজের পিছনের গুনাহ্র জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে তাওবা ইসতিগফার করবে।

দয়াময় আল্লাহ কবূল করবেন। আমীন

হুযূর (সাঃ)-এর উপর দরূদ শরীফ না পড়ার শাস্তি সমূহ

দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যার জন্য অভিশাপ দেওয়া হয়, যার সম্মুখে হুযূর (সাঃ)- এর উল্লেখ করা হয় অথচ তাঁর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা হয় না, সেই ব্যক্তির প্রতি বহু হাদীস শরীফে কঠোর ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

যেমন আপনারা পড়েছেন যে, হুযূর (সাঃ)- এর প্রতি দরূদ শরীফ না পাঠকারী সম্পর্কে ধ্বংস হওয়া, জান্নাতের পথ থেকে বিপথগামী হওয়া এবং কতেক হাদীসে ইহাও বর্ণিত

আছে যে, হুযূরের নূরানী চেহারা মোবারক দেখাতে পারবে না। যদিও আলিমগণ এধরনের বর্ণনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিন্তু সেটাকে অস্বীকার করতে পারে যে, দরূদ শরীফ যারা পাঠ করে না তাদের জন্য হুযূরের প্রকাশ্য কথাগুলো এতই কঠোর যে, সেগুলো বরদাস্ত করা কঠিন এবং দরূদ শরীফের কার্যাবলী এত পরিমাণ যে, তা থেকে মাহরুমী থাকা একটি স্বতন্ত্র বদনছীব (দূভার্গ্য)।

অন্যদিকে এর চেয়ে বড় ফযীলত আর কি হতে পারে যে, নবী করীম (সাঃ)- এর প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠকারীর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা ১০ বার স্বীয় রহমত নাযিল করবেন, ১০টি গুনাহ্ মাফ করেন এবং ১০টি মর্যাদায় উন্নীত করান আর ফেরেশ্তারা তাঁর জন্য দু'আ করেন এবং হুযূর (সাঃ) সেই ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করার অঙ্গীকার করেন।

অধিকন্তু মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি আর তাঁর ক্রোধ থেকে নিরাপদ থাকা, কিয়ামতের ভীতিপ্রদ দৃশ্য থেকে মুক্তিলাভ, মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে ঠিকানা দেখে নেওয়া এবং দরূদশরীফের বরকতে জীবিকার সংকীর্ণতা ও উপবাস উদ্বেগ বিজরিত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের দরবারে নৈকট্য লাভ, শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভ করা এবং অন্তরের কপটতা ও মরিচা দূর হয়। পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়, লোকের সাথে তার মুহাব্বাত হয় এবং আরও অসংখ্য শুভ সংবাদ এই দরূদ শরীফের আধিক্য দরূদ পাঠকারীর উপর বহু হাদীসে বর্ণিত আছে। যার সংক্ষিপ্ত আপনারা এ কিতাবের ফাযায়িলে দরূদ শরীফের অংশে পড়েছেন। আল্লাহ্ নবী

করীম (সাঃ)- এর উপর অধিক দরূদ শরীফ পাঠ করার এবং নবীজীর বাণী সমূহের উপর আমল করার তাওফীক নছীব করেন।

নিজে ও নিজের পবিত্র হাবীব এর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচান। আমীন!

পিতা-মাতার অধিকার

তৃতীয় সে ব্যক্তি যার বৃদ্ধ পিতা-মাতা উভয় অথবা তাদের একজনের জীবদ্দশায় তাদেরকে এ পরিমাণ খেদমত করে নাই, যার দ্বারা বেহেশত লাভের যোগ্যতা অর্জন হয়।

পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে বহু হাদীসে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আলিমগণ তাদের (পিতামাতা) অধিকার সম্পর্কে লিখেছেন যে, মুবাহ কার্যে তাদের আনুগত্য জরুরী, ইহাও আছে যে, তাদের প্রতি কখনও বেয়াদবী ও অহংকার দেখাবে না, যদিও তারা মুশরীক হয়, নিজের আওয়াজ (স্বর) তাদের আওয়ায থেকে উচ্চ করবে না। তাদেরকে নাম ধরে ডাকবে না। কোন কাজে তাদেরকে হুকুম দিবে না। সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বিনম্রভাবে দিবে। যদিও গ্রহণ না করে তবে তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে যাবে। প্রত্যেক বিষয়ে তাদের প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করতে থাকবে।

মোট কথা প্রত্যেক বিষয়ে তাদের প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করবে।

এক হাদীসে আছে, জান্নাতের দ্বার সমূহের মধ্যে উত্তম দ্বার পিতামাতার। তোমার মনে চায় তা রক্ষা কর বা উহাকে

বরবাদ কর। জনৈক ছাহাবী হুযূর (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, পিতামাতার হক কি? হুযূর বললেন তাঁরা তোমার জান্নাত বা জাহান্নাম অর্থাৎ তাদের সেবা হলো বেহেশ্‌ত আর অসন্তুষ্টি হলো দোযখ। অন্য এক হাদীসে হুযূর (সাঃ) ইরশাদ করেন যে, বাধ্য ছেলের পিতার প্রতি স্নেহ-মমতা ও মহব্বতাপ্লুত একটি দৃষ্টিপাত এ কার্য মাকবুলে হজ্বের পূন্য বরাবর।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, শিরক ব্যতীত সকল গুনাহ্ যে পরিমাণ আল্লাহ্ চান মাফ করে দিবেন কিন্তু পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই ভোগ করবে। জনৈক ছাহাবী হুযূর বললেন যে, তাঁর খেদমত কর। যেহেতু তাদের পদতলে তোমার বেহেশত এবং আরও বহু হাদীসে পিতামাতার সেবা ও তাদের সন্তুষ্টির প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। যারা পিতামাতার প্রতি উদাসীন অমনোযোগিতার সাথে সংকির্ণতা দেখিয়েছে আর এখন তাদের পিতা-মাতা জীবিত নাই, পবিত্র শরীয়তে উহার ক্ষতিপূরণ ও বৃদ্ধমান রয়েছে। নবীজী (দঃ) বলেন যার পিতামাতা এ অবস্থায় ইন্তেকাল করেন যে, সে তাদের নাফরমানী (অবাধ্যতা) করত আর এখন তাদের জন্য অধিক হারে দোয়া এবং ইসতেগফার করার দ্বারা বাধ্য বলে গণ্য হয়ে যাবে। অন্য এক হাদীসে নবীজী (দঃ) ইরশাদ করেন সর্বোত্তম পূণ্য পিতার পর তাঁর সাথী-সঙ্গীদের সঙ্গে ভাল আচরণ মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে আমল করার তাওফীক নছীব করেন। আমীন!

॥ ০ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফে সম্পর্কিত বিভিন উপকারিতা

দালায়েলুল খায়রাত একটি দরূদ শরীফের প্রসিদ্ধ কিতাব। ইহা লেখার কারণ প্রসিদ্ধ।

একদা সফরে লেখকের ওযুর পানির প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু পানি তোলার জন্য কোন ঢোল ও দড়ি না পাওয়ার কারণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। এমন সময় এক বালিকা তাঁর অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলো অতঃপর কুপে থুক ফেলে দিলো আর তাতে পানি কিনারায় পর্যন্ত বেগে চলে আসে।

লেখক আশ্চর্য হয়ে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করলো। সে বললো ইহা দরূদ শরীফের বরকত। তারপরই তিনি এই "দালায়েলুল খায়রাত" কিতাব লিখেন। শায়খ জারুক (রাহঃ) লিখেছেন যে, দলায়েলুন খায়রাত এর লেখকের কবর থেকে মেকে আম্বরের সুগন্ধি আসত এবং এ সকল কিছুই দরূদ শরীফের বরকত।

হযরত থানবী (রাহঃ) থেকে তাঁর এক বন্ধু লখনৌর জনৈক লেখকের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তাঁর অভ্যাস ছিল যখন সকালে লেখা আরম্ভ করত তখন প্রথমে একবার দরূদ শরীফ একটি খাতায় যা এই উদ্দেশ্যেই তৈরী করে ছিলো, লিখতেন। তারপর কাজ শুরু করতেন। যখন তাঁর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে আসলো তখন পরকালের প্রবল চিন্তায় ভয়ে বলতে লাগে যে সেখানে আমার কি হবে,

হঠাৎ এক মজ্জুর (আল্লাহ্‌র পাগল) আসলো এবং বললো বাবা তুমি কেন অস্থির ও পেরেশান হচ্ছ, সেই খাতাতো সরকারের নিকট, আর ইহাতো কবুল হয়ে আছে।

ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ) কে ইন্তেকালের পর এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেন, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনার মাগ্‌ফিরাতের কারণ কি? তিনি উত্তর দিলেন নিম্নের এই পাঁচটি দরূদ শরীফ শুক্রবার দিন রাতে পড়ে থাকতাম।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَ
بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ وَصَلِّ
عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিন বেআদাদীন মনসল্লা আলাইহে ওয়া সাল্লিআলা মুহাম্মদিন বিআদাদীন মালাম য়ুসাল্লি আলাইহি ওয়া সাল্লি আলা মুহাম্মদিন কামা উমিরতা বিনসালাতে আলাইহে ওয়া সাল্লি আলা মুহাম্মদিন কামা তুহিব্বু আয় য়ুসাল্লি আলাইহি ওয়া সাল্লি আলা মুহাম্মদিন কামা ইয়ানবাগি আইয়ুসাল্লি আলাইহে)।

উল্লিখিত দরূদ শরীফকে দরূদে খামসাহ্ (পঞ্চ দরূদ) বলা হয়। (যাদুস্‌সাঈদ)

শায়খ ইবনে হাজার মাক্কী (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন -

একজন নেক বান্দাহ্‌র অভ্যাস ছিলো যে, প্রত্যেক রাত্রে ঘুমানোর সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। একদা রাত্রে স্বপ্নে দেখেন জনাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার পাশে তাশরীফ আনেন, যার দ্বারা পুরা ঘর আলোকিত হয়ে যায়, আর হুযূর বলেন সেই মুখ আমার কাছে আনো যা অনেক দরূদ শরীফ পাঠ করে, আমি তাকে চুম্বন করব। সে ব্যক্তি লজ্জায় মুখমন্ডল কাছে আনে আর হুযূর (সাঃ) তাকে চুম্বন দেন। অতঃপর সে জাগ্রত হয়ে যায় এবং তখন পুরা ঘরে মিশ্‌কের সুগন্ধ বাকী থাকে-

سُبْحَانَ اللّٰه (সুবহানাল্লাহ)।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন ছামরা (রাহঃ) বলেন- একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বাহিরে তাশরীফ আনেন এবং বলেন যে, আমি রাত্রে একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখেছি যে, এক ব্যক্তি পুলছিরাতের উপর দিয়ে বহু কষ্টে কখনও হামাগুরি বা কখনও হাটু দ্বারা পার হতে ছিল। এবং এক সময় আটকে যায়। তখন ঠিক সেই সময় আমার নিকট তাঁর দরূদ পৌঁছে গেলো, আর আমি তাঁকে দাড়া করিয়ে দিলাম সে পুলছিরাত অতিক্রম করে চলে গেলো। (তাবারানী)

হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ্‌ (রাঃ) হযরত খালাফ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার এক বন্ধু ছিল, আমরা এক সাথে হাদীস শরীফ পড়তাম। সেই বন্ধু ইন্তেকালের পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখি নতুন সবুজ কাপড় পরিধান করে বেড়াচ্ছে। আমি তাকে বললাম যে, তুমিতো হাদীস পড়ার সময় আমাদের সাথে ছিলে। অতঃপর এই সম্মান তোমার কিভাবে লাভ হলো। সে

বললো হাদীস তো তোমার সঙ্গে লিখতাম। কিন্তু যখনই নবীজীর পবিত্র নাম হাদীসে আসতো তখন ইহার নিচে (সাঃ) লিখে দিতাম। আল্লাহ্ জাল্লাহ্ শানুহ ইহার বিনিময়ে আমাকে এই ইকরাম (সম্মান) দান করেছেন যা তুমি দেখতে পাচ্ছ।

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

(ইয়া রাব্বি সাল্লি ওয়া সাল্লিম দায়েমান আবাদান আলা হাবিবেকা খাইরাল খালকে কুল্লুহিম)।

আবু হাফস ছামার কান্দী (রাহঃ) নিজের বই রাওনাকুল মাজালেসে লিখেছেন যে, বালাখ শহরে এক ব্যবসায়ী ছিলো যার বহু সম্পদ ছিল। তার মৃত্যু হলে তার দুই পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে সেই সম্পদ পেলো। উভয় পুত্র পৈত্রিক সম্পত্তিকে দু ভাগে বিভক্ত করার পর সম্পত্তির মাঝে হুযূরের তিনটি কেশ মুবারক উভয়ে একটি একটি করে নিয়ে নিলো এবং তৃতীয় কেশটি সম্পর্কে বড় ভাই বললো দুই টুকরা করতে, ছোট ভাই বললো তা কখনও হতে পারে না। খোদার শপথ হুযূর (সাঃ)- এর কেশ মুবারক কাটা সম্ভব নয়। বড় ভাই বললো তবে তুমি কি রাযী আছ যে এই তিনটি কেশ তুমি নিয়ে নিবে। আর সকল ধনসম্পদ আমাকে দিয়ে দিবে। ছোট ভাই আনন্দের সাথে রাযী হয়ে গেলো। বড় ভাই সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে নিলো এবং ছোট ভাই তিনটি কেশ নিয়ে গেলো। সে ঐ

কেশগুলো সর্বদায় নিজের কাছে রাখতো এবং বারবার সেগুলোকে দেখতো ও দরূদ শরীফ পাঠ করত। অল্প দিন অতিবাহিত হতে না হতেই বড় ভাইয়ের সমস্ত ধন-সম্পদ শেষ হয়ে যায়। এবং ছোট ভাই বহু সম্পদের মালিক হয়ে যায়। এই ছোট ভাইএর মৃত্যুর পর নেক বান্দাহদের মধ্যে কতক নবীজীকে স্বপ্নে যিয়ারত করেন। হুযূর বলেন যে, যার কোন হাজাত (প্রয়োজন) হয় তবে যেন তাঁর কবরের পাশে বসে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করে।

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ -

(ইয়া রাব্বি সাল্লি ওয়া সাল্লিম দায়েমান আবাদান আলা হাবিবেকা খাইরা খালকে কুল্লুহিম)।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রাহঃ) বলেন - আমি তাওয়াফ করতে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তিকে দেখলাম প্রত্যেক কদমে তাছবীহ ও তাহলীল ইত্যাদি না পড়ে শুধু দরূদ শরীফই পড়ছে। আমি তাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু সে কোন উত্তর না দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করলো তুমি কে? আমি উত্তর দিলাম "আমি সুফিয়ান ছাওরী, সে বললো যদি তুমি স্বীয় কালের প্রসিদ্ধ না হতে তবে আমি তোমাকে বলতাম না এবং নিজের রহস্য প্রকাশ করতাম না। সে বললো আমি এবং আমার পিতা হজ্জে যাচ্ছিলাম। এক স্থানে গিয়ে আমার পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি

চিকিৎসা করতে থাকি। কিন্তু পরিশেষে পিতার ইন্তেকাল হয় এবং সেই অবস্থায় মুখমন্ডল কালো বর্ণ হয়ে গেলো। আমি তাতে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করতে থাকি।

তারপর إنا لله وإنا إليه راجعون

(ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহে রাজেউন)।

পড়ে কাপড় দ্বারা পিতার মুখ ঢেকে দিলাম, আর এসময় আমার চক্ষু তন্দ্রায় চলে যায়, আমি তখন স্বপ্নে দেখি যে, একজন ভদ্রলোক যার থেকে বেশী সুন্দর আমি আর কাওকে দেখিনি এবং তাঁর থেকে বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক কারও দেখিনি এবং তার চাইতে বেশী উত্তম সুগন্ধি কারও নিকট পাইনি। সেই ভদ্রলোক দ্রুতবেগে পা বাড়িয়ে চলে আসেন। আমার পিতার মুখ থেকে কাপড় সরালেন এবং তাঁর চেহারায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তখন তার চেহারা সাদা বর্ণ হয়ে গেলো, যখন সে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলো আমি তাঁর কাপড় ধরে ফেললাম এবং আরয করলাম আল্লাহ্ তা'আলা আপনার উপর রহম করুন। আপনি কে? যে আপনার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আমার পিতার উপর মুছাফেরী হালাতে (অবস্থা) এহসান করেছেন। তিনি বলতে লাগেন- তুমি আমার পরিচয় জান না? আমি মুহাম্মদ (সাঃ) যিনি সাহেবে কুরআন (কুরআনধারী)। এই তোমার পিতা বড় গুনাহ্গার ছিলো কিন্তু আমার প্রতি সে অধিক সংখ্যায় দরূদ শরীফ প্রেরণ করত, যখন তার উপর মুসীবত অবতীর্ণ হলো তখন আমি তার ফরীয়াদে সাড়া দিয়ে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করি।

আমি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির ফরীয়াদে সাড়া দিয়ে পৌছে যাই, যে আমার উপর অধিক দরূদ প্রেরণ করে (রাওযুল ফায়েক)

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রাহঃ) ইরশাদ করেন যে, আমি একদা বাহিরে যাইতে ছিলাম, এক যুবককে দেখলাম যখন সে পা উঠায় ও রাখে তখন এই দরূদ শরীফ পড়ে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ)।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার এই আমলটি কোন ইল্‌মী দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত না শুধু আপন অভিরুচি অনুযায়ী-ই তা করে যাচ্ছো। সে কোন উত্তর না দিয়াই জিজ্ঞাসা করলো আপনি কে? আমি বললাম সুফিয়ান ছাওরী। সে বললো, ইরাকী সুফিয়ান? আমি বললাম হ্যাঁ, তখন সে বলতে লাগলো যে, তোমার কি আল্লাহ্‌র পরিচয় জানা আছে? আমি বললাম হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করলো কিভাবে? আমি বললাম তিনি রাত্র থেকে দিন বাহির করেন এবং দিন থেকে রাত্র, আর মা'র পেটে বাচ্চার আকৃতি বানান। সে বললো কিছুই পরিচয় লাভ কর নাই। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কিভাবে পরিচয় পেয়েছ? সে বললো কোন একটি কাজে দৃঢ় ইচ্ছা করেও তা হইত না, ইহাতে আমি বুঝে নিলাম যে অন্য কোন সত্ত্বা আছেন যিনি আমার কার্য সমাধা করেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইহা তোমার কোন দরূদ? সে বললো যে, আমি স্বীয় মাতার সঙ্গে হজ্জে গিয়েছিলাম, আমার মা সেখানে মারা যান এবং তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় ও পেট ফুলে যায়, যার দ্বারা

আমার ধারণা হয় যে, আমার মা'র দ্বারা কোন বড় গুনাহ্ হয়েছে। আমি আল্লাহ্র কাছে দু'আর জন্য হাত উঠাইলাম। এমন সময় দেখলাম তেহমা (হিজায) থেকে একটি মেঘ আসলো ও তার মধ্যে থেকে এক ব্যক্তির প্রকাশ ঘটলো। তিনি আপন হাতটি আমার মায়ের মুখমন্ডলে বুলাইলেন। আর তখনই সম্পূর্ণ উজ্জ্বল হয়ে গেলো এবং পেটের ফুলাও একেবারে চলে গেলো। অতঃপর আমি আরয করলাম আপনি কে? যিনি আমার মাতার মুসীবতকে দূর করে দিয়েছেন। তিনি বললেন আমি তোমার নবী মুহাম্মদ (সাঃ)। আমি আরয কলাম আমাকে কোন অছীয়ত করে যান, তখন রাহমাতুল্লীল আলামীন (সাঃ) বলেন-তুমি যখন কোন পা রাখবে অথবা উঠাবে তখন

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ) পড়বে।

(নুযহাতুল মাজালেস)

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

ইয়া রাব্বি সাল্লি ওয়া সাল্লিম দায়েমান আবাদান আলা হাবিবেকা খায়রে খালকি কুল্লিহিম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দরূদ ও সালাম সম্পর্কীয় ৪০টি হাদীসে নবভী

হুযূর (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি দ্বীনের কার্য সম্পর্কীয় ৪০টি হাদীস আমার উম্মতের নিকট পৌছে দেয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উলামাদের দলে হাশর করাবেন। আর আমি উহার সুপারিশকারী হব।

আমাদের উচিৎ যে প্রতিদিন ঐ ৪০টি হাদীস শরীফ পাঠ করে দরূদ ও সালামের ফরয ও বরকত দ্বারা উপকৃত হই এবং নিজের বন্ধু বান্ধবগণ ও মুসলমানগণকে ইহার প্রতি উৎসাহ দিয়ে হুযূর (সাঃ)- এর শাফা'আত লাভ করে। মহান আল্লাহ্ তাওফিক দান করেন। আমীন!

দরূদ শরীফ সম্পর্কে ২৫টি হাদীস শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ - طبرانی

(আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মদ আলা আলে মুহাম্মদ ওয়ানযিল হুল মাকআদাল মুকাররাব ইনদাকা)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পরিবারের উপর শান্তি বর্ষণ কর এবং তাকে তোমার নিকটতম স্থানে অধিষ্ঠিত কর।

দ্রষ্টব্য

হুযূর (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে এই দরূদ শরীফ পড়বে,

আমার শাফা'আত তার উপর ওয়াজিব এবং জরুরী হবে। (তাবরানী)

২

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَآئِمَةِ وَالصَّلٰوةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّارْضَ عَنِّيْ رِضًا لَّا تَسْخَطُ بَعْدَهٗ اَبَدًا ـ مسند احمد

(আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজেহীদ দাওয়াহু তিলকায়িমাতি ওয়াস সালাতিন নাফেয়াতি সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ারদা আন্নী রেদান লাতাসখুতু বাদাহু আবাদান)।

হে আল্লাহ তুমিই এই প্রতিষ্ঠিত দাওয়াত-এর প্রভু এবং ফলদায়ক নামাযের প্রতিপালক। তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর শান্তি বর্ষণ কর এবং আমার উপর সন্তুষ্ট থাক অতঃপর তুমি কখনও রাগান্বিত হইওনা। (মসনদে আহমদ)

৩

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

(আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মদ আবদিকা ওয়া রাসুলিকা ওয়া সাল্লি আলাল মুমেনীনা ওয়াল মুমেনাতি ওয়াল মুসলেমিনা ওয়াল মুসলিমাত)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তার পরিবার

পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর তিনি তোমার বান্দা ও রাসুল এবং ইমানদার নর ও নারী এবং মুসলমান নর নারীদের উপর শান্তি বর্ষণ কর।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাহঃ) হুযূর (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তির নিকট দান করার সম্পদ না থাকে, সে নিজ দোয়ায় এই দরূদ শরীফ পড়লে তার জন্য পরিশুদ্ধির হেতু হবে। (ইবনে হিব্বান)

৭

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ
عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّارْحَمْ مُحَمَّدًا وَّاٰلَ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلٰٓى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

بيهقى

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ ওয়া বারেক আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ ওয়ারহাম মুহাম্মদাও ওয়ালে মুহাম্মদ কামাসাল্লাইতা ওয়া বারকতা রাহমাতা আলা ইবরাহিমা ওয়ালা আলে ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর এবং মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল কর এবং মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর রহমত নাযিল কর।

যেভাবে তুমি হযরত ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি, বরকত ও রাহমত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

৫

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - بخاری شریف

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা আলে ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা বারকতা আলা আলি ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর যেভাবে তুমি হযরত ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু। হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

(বুখারী শরীফ)

৬

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَ بَارِكْ عَلٰى
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اٰلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ مسلم شريف

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা আলে ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ ওয়া বারেক আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহিম ইন্নানা হামিদুম মাজিদ।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু এবং তুমি হযরত মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল কর যেভাবে ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

(মুসলিম শরীফ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. (مسلم شريف)

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা বারকতা আলা ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু। হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

(মুসলিম শরীফ)

^

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (نسائی)

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিম ওয়ালা আলে ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ ওয়া বারেক আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা বারকতা আলা ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পরিবার

পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু। তুমি মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিম ও তার পরিবারের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

৭ (নাছায়ী)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (ابوداؤد)

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিম ওয়া বারেক আলা মুহাম্মদ ওয়ালা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা বারকতা আলা ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর। যেভাবে তুমি ইব্রাহিম এর উপর শান্তি বর্ষণ করেছ তুমিই অত্যাধিক দয়ালু। তুমি মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

৮ (আবু দাউদ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ - (ابوداؤد)

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ অআলা আলে মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা বারকতা আলা আলে ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু। হে প্রভূ তুমি মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল কর। যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

॥ (আবু দাউদ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعٰلَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ - (مسلم شريف)

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা আলে ইবরাহিম ওয়া বারেক আলা মুহাম্মদ

ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহিম ফিল আলামিন ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ এবং তুমি মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল কর যেভাবে তুমি বিশ্বে ইব্রাহিমের পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

(মুসলিম শরীফ)

১৮

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(مسلم شريف)

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আজওয়াজিহি ওয়া জুররিয়াতিহি কামা সাল্লাইতা আলা আলে ইবরাহিম ওয়া বারেক আলা মুহাম্মদ ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া জুররিয়াতিহি কামা বারকতা আলা ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার স্ত্রীগণ ও বংশের উপর শান্তি বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ। তুমি হযরত মুহাম্মদ ও তার স্ত্রীগণ ও বংশের উপর বরকত নাযিল কর

যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

(মুসলিম শরীফ)

।৩

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (مسلم شریف)

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আজওয়াজিহি ওয়া জুররিয়াতিহি কামা সাল্লাইতা আলা আলে ইবরাহিম ওয়া বারেক আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আজওয়াজিহি ওয়া জুররিয়াতিহি কামা বারকতা আলে ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার স্ত্রীগণ ও বংশের উপর শান্তি বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ। তুমি মুহাম্মদ ও তার স্ত্রীগণ ও বংশের উপর বরকত নাযিল কর। যেভাবে ইব্রাহিমের পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

(মুসলিম শরীফ)

।৪

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ

الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - (ابوداؤد)

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন নাবীয়্যী ওয়া আজওয়াজিহি উম্মাহাতুল মুমেনিন ওয়া জুররিয়াতিহি ওয়া আহলে বায়তেহি কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যিনি নবী ও তার স্ত্রীগণ যারা মুমেনিনদের মাতা ও তার বংশ এবং পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, হুযূর (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির এই বিষয়টি পছন্দনীয়, যে আমাদের গৃহবাসীদের উপর দরূদ শরীফ পড়ার সময় পূর্ণ সাওয়াব হাছিল হয় তবে যেন এই দরূদ শরীফটি পড়ে। ১৫ (আবু দাউদ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَ تَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ - (طبری)

(আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিম ওয়ালা আলে ইবরাহিম ওয়া বারেক আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা বারকতা আলা ইবরাহিম ওয়াতারহাম আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা তারহামতা আলা ইবরাহিম ওয়ালা আলে ইবরাহিম)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর। যেভাবে তুমি ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ। তুমি মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমি মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর রাহমত নাযিল কর। যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের পরিবার পরিজনদের উপর রাহমত নাযিল করেছ।

(তাবারী)

দ্রষ্টব্য

আবূ হুরায়রা (রাঃ) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষী দিব এবং শাফা'আত করব।

١٤

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
اَللّٰهُمَّ تَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ
عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔
اَللّٰهُمَّ تَحَنَّنْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ
عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ
سَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰٓى
اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (سعايه)

(আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিম ওয়ালা আলে ইবরাহিম ইন্নানা হামিদুম মাজিদ- আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা বারকতা আলা ইবরাহিম ওয়ালা আলে ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা তারাহাম আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামাতারাহামতা আলা ইবরাহিম ওয়ালা আলে ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ-আল্লাহুম্মা তাহাননুন আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা তাহাননতা আলা ইবরাহিম ওয়ালা আলে ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা সাল্লামতা আলা ইবরাহিম ওয়ালা আলে ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম

মাজিদ)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর। যেভাবে তুমি ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল কর। যেভাবে তুমি ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু। হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর রাহমত নাজিল কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর রাহমত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু। হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর কৃপা বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর কৃপা বিতরণ করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু। হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি নাযিল কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

১৮ (সায়ায়েহ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ
عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَّاٰلَ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ

وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - سعايه

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ ওয়া বারেক ওয়া সাল্লাম আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ ওরহাম মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা ওয়াবারকতা ওয়াতারহামতা আলা ইবরাহিম ওয়ালা আলে ইবরাহিম ফিল আলামিন ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর এবং বরকত ও শান্তি নাযিল কর মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর এবং মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর রাহমত নাযিল কর যেভাবে তুমি শান্তি, বরকত ও রাহমত নাযিল করেছ ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বিশ্বে তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

(সায়ায়েহ)

١٨

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ
بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (بخاری صحیح شریف)

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিম ওয়ালা আলে ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহাম্মদ ওয়ালা

আলে মুহাম্মদ কামা বারকতা আলা ইবরাহিম ওয়ালা আলে ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু। হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল কর। যেভাবে তুমি ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

(বুখারী এবং ছিহা সিত্তা)

।৭

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (نسائی)

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ আবদুকা ওয়া রাসুলেকা কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিম ওয়াবারক আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা বারকতা আলা ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যিনি তোমার বান্দা ও রাসুল-এর উপর শান্তি বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের পরিবারের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ। তুমি মুহাম্মদ ও তার

পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল কর যেভাবে ইব্রাহিমের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

(নাছায়ী)

২০

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (نسائی)

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদানিন নাবিয়্যীল উম্মিয়্যী ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিম ওয়া বারেক আলা মুহাম্মদ আননাবী আল উম্মি কামা বারকতা আলা ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

হে আল্লাহ তুমি উম্মি নবী মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ। তুমি উম্মি নবী মুহাম্মদ এর উপর বরকত নাযিল কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

(নাছায়ী)

২১

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

صَلٰوةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًى وَ لَهٗ جَزَآءً وَ لِحَقِّهٖ اَدَآءً
وَ اَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ
الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَ اجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ اجْزِهٖ
اَفْضَلَ مَاجَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهٖ وَ رَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ
وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصَّالِحِيْنَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - (বুখারী শরীফ)

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ আবদুকা ওয়া রাসুলিকা আলনাবী আলউম্মি ওয়ালা আলে মুহাম্মদ-আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ সালাতান তাকুনু লাকা রেদান ওয়ালাহু জাজাউন ওয়ালাহেকাহু আদা ওয়াতেহুল অসিলা ওয়াল ফাদিলা ওয়াল মাকামুল মাহমুদ আল্লাজি ওয়াদতাহু ওয়াজজিহি আন্না মাহুয়া আহলুহু ওয়াজজিহি আফদলা মা যাযায়তা নবীয়্যান আন কাওমেহি ওয়া রাসুলান আন উম্মাতিহি ওয়াসাল্লি আলা জমিয়ে ইখওয়ানিহি মিনান নবীয়্যীইন ওয়াসসালেহীন ইয়া আরহামর রাহেমিন)।

হে আল্লাহ তুমি তোমার বান্দা ও রাসুল উম্মি নবী মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর। হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর এমন শান্তি প্রদান কর যাতে করে সেটা তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয় এবং তার জন্য প্রতিদান হয়। তাকে অছিলা ও ফজিলত দান কর। যাতে

করে তিনি মাকামে মাহমুদে আরোহণ করতে পারে যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছ। আমাদের মধ্যে যিনি প্রতিদানের উপযুক্ত তাকে প্রতিদান দাও এবং মহানবীকে তার সম্প্রদায়ের নবী হিসাবে উত্তম প্রতিদান দান কর যিনি উম্মতের কান্ডারী ছিলেন এবং নবীদের মধ্যে ও নেককারদের মধ্যে যারা তার ভাই ছিলেন তাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষণ কর। হে দয়ালু করুণাময়।

(বুখারী শরীফ)

দ্রষ্টব্য

ইবনে আছিম (রাঃ) বলেন যে, হুযূর (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে কেউ শত জুম'আ পর্যন্ত প্রত্যেক জুম'আতে শতবার এই দরূদ শরীফ পাঠ করে, আমার শাফা'আত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। (বুখারী শরীফ)

٢٣

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ
عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى
اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (بيهقى)

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ আননবী আলউম্মি ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিম ওয়ালা আলে ইবরাহিম ওয়া বারেক আলা মুহাম্মাদানিন নবীয়্যীল উম্মি কামা বারকতা আলা ইবরাহিম ওয়ালা আলে

ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

হে আল্লাহ তুমি উম্মি নবী মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ। তুমি উম্মি নবী মুহম্মদের উপর বরকত নাযিল কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

(বাইহাকী)

১৪

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ - بيهقى

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আহলে বায়তেহি কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ-আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইনা মায়াহুম আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আহলে বায়তেহি কামা বারকতা আলা ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারেক

আলাইনা মায়াহুম সালাওয়াতুন ইলাইহা ওয়া সালাওয়াতুল মুমেনিন আলা মুহাম্মদনীন নবীয়্যীল উম্মি)।

হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পরিবারের উপর শান্তি বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের উপর শান্তি বর্ষণ করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু। হে আল্লাহ তাদের সাথে আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ কর। হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মদ ও তার পরিবারের উপর বরকত নাযিল কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু। হে আল্লাহ তুমি তাদের সাথে আমাদের উপর বরকত নাযিল কর। মহান আল্লাহর রাহমত ও মুমেনিনদের দরুদ উম্মি নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর বর্ষিত হউক।

২৪ (বাইহাকী)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (دارقطنی)

(আল্লাহুম্মাজআল সালাওয়াতুকা ওয়া রাহমাতুকা ওয়া বারাকাতুকা আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা জায়ালতাহা আলা আলে ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম

মাজিদ-ওয়া বারেক আলা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে মুহাম্মদ কামা বারকতা আলা আলে ইবরাহিম ওয়ালা আলে ইবরাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ)।

হে আল্লাহ তোমার শান্তি, তোমার রাহমত, তোমার বরকত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের উপর বর্ষণ করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু। তুমি মুহাম্মদ ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল কর। যেভাবে তুমি ইব্রাহিম ও তার পরিবার পরিজনদের উপর বরকত নাযিল করেছ। তুমিই অত্যাধিক দয়ালু।

(দারুকুতনী)

۲۵

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ - (مسند احمد)

(ওয়াসাল্লাল্লাহু আলাননবীয়্যীল উম্মি)।

উম্মি নবীর উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হউক।

(মছনদে আহমদ)

সালাম সম্পর্কীয় ১৫টি হাদীস

۲۶

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ - نسائى شريف

(আত্তাহিয়াতু লিল্লাহে ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াততাইয়্যেবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহাননাবীও ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলসালামু আলাইনা ওয়ালা এবাদিল্লাহিস সালেহীন আসহাদু আনলাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াস হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু)।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। হে নবী আপনার উপর শান্তি ও সালাম বর্ষিত হউক। হে নবী আপনার উপর আল্লাহর রাহমত ও বরকত নাযিল হউক। আমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ (সঃ) তার বান্দা ও রাসুল।

২৮ (নাছায়ী শরীফ)

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔ (نسائی)

(আততাহিয়্যাতুত আততায়্যিবাতু আসসালাওয়াতু লিল্লাহি আসসালামু-আলাইকা আইয়ুহান নাবীউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আস সালামু আলাইনা ওয়ালা ইবাদিল্লাহিস

সালেহিন আসহাদু আনলাইলাহা ইল্লালাহু ওয়াসহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু)।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। হে নবী আপনার উপর আল্লাহর রাহমত ও বরকত নাযিল হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। (নাছাঈ শরীফ)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ - نسائی شریف

(আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি আততায়্যিবাতু লিল্লাহি আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়ালা এবাদিল্লাহিস সালেহীন আসহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা শারিকালাহু ওআসহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু)।

সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহুতায়ালার জন্য। হে নবী আপনার উপর আল্লাহর রাহমত ও বরকত নাযিল হউক।

আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। তিনি এক তার কোন শরিক নাই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

৮৭ (নাছায়ী শরীফ)

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔ (نسائی شریف)

(আত্তাহিয়্যাত আল মুবারাকাতু আসসালাওয়াত আততায়্যিবাতু লিল্লাহে সালামুন আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়ারাহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু সালামুন আলাইনা ওয়ালা এবাদিল্লাহিস সালেহীন আসহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আসহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।)

সকল বরকতপূর্ণ প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহুতায়ালার জন্য। হে নবী আপনার উপর আল্লাহর রাহমত ও বরকত নাযিল হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

(নাছায়ী শরীফ)

بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ
اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ
اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ
وَ رَسُوْلُهٗ اَسْاَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَ عُوْذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ

(বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহিত তাহিয়্যাত লিল্লাহে ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তায়্যিবাত আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়ালা এবাদিল্লাহিস সালেহীন আসহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআসহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু আসয়ালাল্লাহা আলজান্নাতা ওয়াআউজু বিল্লাহে মিনান্নারে)।

আল্লাহর নামে শুরু করছি। সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহতায়ালার জন্য। হে নবী আপনার উপর আল্লাহর রাহমত ও বরকত নাযিল হউক। আমাদের উপর ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আমি আল্লাহর নিকট বেহেশতের প্রার্থনা করছি এবং দোযখ থেকে মুক্তির আবেদন জানাচ্ছি।

(নাছায়ী শরীফ)

৩১

اَلتَّحِيَّاتُ الزَّاكِيَاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ
اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ
لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

(আততাহিয়্যাতু আযযাকিয়াতে আততায়্যিবাতু আসসালাতু লিল্লাহে আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়ালা এবাদিল্লাহিস সালেহীন আসহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অআসহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু)।

সমস্ত পাক পবিত্রতা ও প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য। হে নবী আপনার উপর আল্লাহর রাহমত ও বরকত নাযিল হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

(মোয়াত্তা)

৩২

بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَآءِ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ
الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا
شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ
بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ اَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ
اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ
وَ اهْدِنِيْ۔ (معجم کبیر طبرانی)

(বিসমিল্লাহে ওয়াবিল্লাহে খাইরিল আসমা আততা হিয়্যাত আততায়্যিবাতু আসসালাত লিল্লাহ আসহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা শারিকা লা হু আসহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু আরসালাহু বিল হাক্কে বাশীরা ওয়া নাজিরা ওআন্নাস সায়াতা আতিয়াতুন লা রাইবা ফিহা আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়ালা এবাদিল্লাহিস সালেহীন আল্লাহুম্মাগফেরলী ওয়াহদেনী)।

আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর জন্য সকল পবিত্র নাম সমূহ এবং প্রশংসা সমূহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই। তিনি এক তার কোন অংশীদার নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহুতায়ালা তাকে সত্য দ্বীন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শণকারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। কিয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। তাতে কোন সন্দেহ নাই। হে নবী আল্লাহ আপনার উপর আল্লাহর রাহমত বরকত নাযিল হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। হে প্রভূ আমাকে মাফ কর এবং হেদায়ত দান কর।

৩৩

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ (صحيحين)

(আততাহিয়্যাতু আততায়্যিবাতু অআসসালাতু ওয়াল মুলকু লিল্লাহে আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু)।

সকল প্রশংসা, পবিত্রতা ও রাজত্ব আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। হে নবী আপনার উপর আল্লাহর রাহমত ও বরকত নাযিল হউক।

৩৪

بِسْمِ اللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ اَلصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ
اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ شَهِدْتُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
شَهِدْتُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (مؤطا)

(বিসমিল্লাহ আততাহিয়্যাতু লিল্লাহ আসসালাওয়াতু লিল্লাহে আযযাকিয়্যাতু লিল্লাহ আসসালামু আলাননবী ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়ালা এবাদিল্লাহিস সালেহীন শাহিদতু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআসহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ)।

আল্লাহর নামে শুরু করছি। সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহতায়ালার জন্য। নবীর উপর আল্লাহর রাহমত ও

বরকত নাযিল হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসুল।

৩৫

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ - (مؤطا)

(আততাহিয়্যাতু আততায়্যিবাতু আসসালাতু আযযাকিয়্যাতু লিল্লাহি আসহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লা হু ও আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়ালা এবাদিল্লাহিস সালেহীন)।

সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহ তায়ালার জন্য আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই। তিনি এক তার কোন অংশীদার নাই। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। হে নবী আপনার উপর আল্লাহর রাহমত ও বরকত নাযিল হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

৩৭

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ
اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللّٰهِ
وَ رَسُوْلُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ
وَ بَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

(আত্তাহিয়্যাতু আত্তায়্যিবাতু আসসালাওয়াতু আযযাকিয়্যাতু লিল্লাহি আসহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াসহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুল্লাহে ওয়া রাসুলু আসসালামু আলাইকা আইয়্যু হান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়ালা এবাদিল্লাহিস সালেহীন)।

সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহু তায়ালার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। হে নবী আপনার উপর আল্লাহর রাহমত ও বরকত নাযিল হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

৩৮

اَلتَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ
وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ
اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ - (سعاية)

(আততাহিয়্যাতু আসসালাতু লিল্লাহ আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লা ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়ালা এবাদিল্লাহিস সালেহীন)।

সমস্ত প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। হে নবী আপনার উপর আল্লাহর রাহমত ও বরকত নাযিল হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

৩৮

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ (طحاوی)

(আততাহিয়্যাতু লিল্লাহে আসসালাওয়াতু আততায়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইনা ওয়ালা এবাদিল্লাহিস সালেহীন আসহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআসহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু)।

সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহ তায়ালার জন্য। হে নবী আপনার উপর আল্লাহর রাহমত ও বরকত নাযিল হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

৩৯

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ
اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ
اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ
اللّٰهِ - (ابوداؤد)

(আততাহিয়্যাতু আলমুবারাকাতু আসসালাতু আততায়্যিবাতু লিল্লাহ আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়ারাহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়ালা এবাদিল্লাহিস সালেহীন আসহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওআসহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু)।

বরকতপূর্ণ সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। হে নবী আপনার উপর আল্লাহর রাহমত ও বরকত নাযিল হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসুল।

(আবু দাউদ)

৪০

بِسْمِ اللّٰهِ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ - (المستدرک للحاکم)

(বিসমিল্লাহ ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ)।

আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসুলের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

(আল্‌মুস্‌তাদ্‌রাক লিল্ হাকীম)

উপসংহার

"আতরুল ওযারদাহ" কিতাবে কাছীদাহ-ই-বুরদাহর বরকত সম্পর্কে লিখেছেন যে, এই কবিতার লেখক অর্থাৎ ইমাম আবূ আবাদিল্লাহ শরফুদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাঈদ বিন হুম্মাদ বুদাইরী কুদ্দীসা সিররুহুর পেরালাইসিস (পক্ষাঘাত) হয়ে গিয়েছিলো, যার দরুন অর্ধেক শরীর অকর্মন্য হয়ে পরে। তিনি খোদার ইল্‌হামের মাধ্যমে এই কবিতা রচনা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে স্বপ্নে যিয়ারতের ভাগ্য লাভ করেন। তিনি নিজ হস্তমুবারক দ্বারা তার শরীরের উপর বুলিয়ে দেন আর তখনই সুস্থতা লাভ করেন।

আর এই পেরালাইসিসের রোগী সকালে যখন নিজ গৃহ থেকে বাহির হলেন, তখন এক দরবেশের সাথে সাক্ষাত হলো এবং সে দরবেশ তার কাছে দরখাস্ত করলো যে, আমাকে সেই কবিতা শুনিয়ে দিন যা আপনি নবী করীম (সাঃ)- এর প্রশংসায় বলেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কোন্ কবিতা? সে বললো যার শুরুতে ইহা আছে

(আম্মন তাজাককারা জিরানাকেজি সালম)।

أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍ بِذِيْ سَلَمٍ

তার আশ্চর্য অনুভব হলো যে, কেমন করে- তিনিতো এই কবিতাটি কাউকে লেখার জন্য অবগত করান নি।

সেই দরবেশ বললো যে, খোদার শপথ! আমি ইহা ঐ সময় শুনেছি যখন ইহা হুযূর (সাঃ)- এর সুউচ্চ দরবারে পাঠ হতে ছিল। আর আপনি খুশী হতে ছিলেন সুতরাং তিনি এই কবিতা সেই দরবেশকে দিয়ে দিলেন এবং এই ঘটনা প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো এবং এই সংবাদ দেশের মন্ত্রী বাহাউদ্দিনের নিকট পৌঁছে গেলো, তখন সে ইহার বর্ণনা করানোর পর সে ও তাঁর গৃহ বাসীরা ইহার বরকত হাসিল করতে লাগলো। তিনি নিজের দ্বীনী ও দুনিয়াবী বিষয়গুলোতে ইহার বড় প্রভাব দেখতে পেলেন এবং সাযাদ উদ্দিন ফারুকী যিনি উল্লিখিত মন্ত্রীর প্রতিরক্ষা ছিলেন তার চক্ষের রোগ দেখা দিলো এবং প্রায় এক পর্যায়ে চক্ষু শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো, কেউ স্বপ্নে বললো যে মন্ত্রীর নিকট যাও, তার কাছ থেকে কাছীদাহই বুবদাহ্ শরীফ নিয়ে চোখের উপর রাখ।

যথাক্রমে সে তাই করলো এবং বসে বসে ইহাকে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সুস্থতা দান করলেন।

এই কিতাবের সমাপ্তিতে কিছু কালিমাত (বাক্য) কাছীদাহ্-ই-বুরদাহ্ শরীফ এর অনুবাদ সহ এই উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে যে, ইহার বরকতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে উম্মতে মুহাম্মদী (সাঃ) হুযূরের কামিল এবং আকমাল (পরিপূর্ণ) মুহাব্বাত নছীব করেন এবং হুযূর

(সাঃ)- এর পূর্ণ অনুসরণের তাওফীক নছীব করেন। আর দুনিয়া ও আখেরাতে আপনি হিফাজত করেন। (আমীন! অতঃপর আমীন)

مناجاتے اگر باید بیان کرد — بہ بیتے ہم قناعت میتوان کرد
محمد از تو می خواہم خدا را — خدایا از تو حب مصطفی را

(মুনাজাতে আগর বায়দ বয়ান কারদা বেবাইতে হাম কানায়াত ইলওয়া কারদ)।

(মুহাম্মদ আজতুমি খাওয়াহাম খাদারা+খোদায়া আজতু হুব্বে মুস্তফারা)।

যদি একটি দু'আ অবশ্যই বর্ণনা করতে হয় তবে একটি ছন্দই যথেষ্ঠ হতে পারে, মুহাম্মদ তোমার নিকট থেকে আমি আল্লাহ্‌তাআলাকে চাই।

হে আল্লাহ্ তাবারাকা ওতাআলা! তোমার নিকট থেকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মোস্তফার ভালোবাসা চাই।

কাছীদা-ই বুরদা শরীফ

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ

(মুহাম্মদ সাইয়্যেদুল কাওনাইন অআসসাকালাইন ওয়াল ফারিকাইন মিন উরবিন ও মিন আজমি)।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উভয় জাহানের, উভয় দলের অর্থাৎ আরব-অনারব এবং জিন ও ইনসান জাতির সরদার (নেতা)

نَبِيُّنَا الْأَمِرُ النَّاهِيْ فَلَا اَحَدٌ
اَبَرَّ فِيْ قَوْلٍ لَا مِنْهُ وَ لَا نَعَمِ

(নবীয়্যনা আল আমিরুন্নাহী ফালা আহাদুন আবাররা ফি কাওলি লা মিনহু অলানায়ামি)।

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মস্তফা (সাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার এমন হাবীব (বন্ধু) যিনি সৎকাজের নির্দেশ দিতেন এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতেন।

هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِيْ تُرْجٰى شَفَاعَتُهٗ
لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْاَهْوَالِ مُقْتَحِمِ

(হুয়াল হাবিবুল লাজি তোরজা শাফায়াতুহু লিকুল্লি হাওলিম মিনাল আহওয়ালি মুকতাহিমি)।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার এমন এক প্রিয় বন্ধু যে, যার শাফা'আত (সুপারিশ) এবং সাহায্য দুনিয়া ও আখিরাতের প্রত্যেক মছীবতের সময় আশা করা হয়।

دَعَا اِلَى اللهِ فَالْمُسْتَمْسِكُوْنَ بِهٖ
مُسْتَمْسِكُوْنَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمٍ

(দাআ ইলাল্লাহি ফাল মুসতামসিকুনা বেহী মুসতামসিকুনা বেহাবলিন গাইরা মুনফাচিমি)।

নবী করীম (সাঃ) মানুষদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাতেন, যারা এই আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতো, তাদেরকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছায়ে দিতেন।

فَاقَ النَّبِيِّيْنَ فِيْ خَلْقٍ وَّ فِيْ خُلُقٍ
وَلَمْ يُدَانُوْهُ فِيْ عِلْمٍ وَّ لَا كَرَمٍ

(ফাকান নবীয়্যীনা ফি খালকিন অফি খুলুকিন অলাম ইউদানুহু ফি এলমিউ অলাকারাম)।

নবী করীম (সাঃ)- এর চরিত্র, আকৃতি ও প্রকৃতির দিক দিয়ে সকল পয়গম্বরগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের সকলের উপর যে সমস্ত পুরস্কার দান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা একাই হুযূর (সাঃ) কে সে সমস্ত পুরস্কার দান করেছেন।

مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِيْ مَحَاسِنِهٖ
فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ

(মুনাজজাহুন আন শারিকিন ফি মাহাসেনেহী ফজাওহারুল হুসনি ফিহে গাইরু মুনকাসেমি)।

আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (সাঃ)- এর কোন অংশীদারই সৃষ্টি করেন নি। যা উনার সৌন্দর্য মন্ডিত ছিরাত ও ছুরাতে দ্বিতীয় হতে পারে।

وَلَنْ يَضِيْقَ رَسُوْلَ اللهِ جَاهُكَ بِيْ
اِذَا الْكَرِيْمُ تَجَلّٰى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ

فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا
وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

(অলান ইয়াদিকা রাসুলুল্লাহে যাহাকা বিইজাল করিমু তাজাল্লা বেইসমে মুনতাকিমি)।

(ফাইন্না মিন যুওদেকাদ দুনয়া ওয়া দাররাতুহা অমিন উলুমেকা এলমাল লাউহে ওয়ালকালামি)।

হে রাসূল যখন মহান আল্লাহ্ হাশরের ময়দানে প্রতিশোধের গুণে প্রকাশ হইবেন তখন আপনি নিজের অক্ষম, গুনাহগার উম্মতের শাফা'আত ফরমাইবেন। কেননা সকল অস্তিত্বের উপর আপনার ফরয বৃদ্যমান এবং প্রত্যেক বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিয়ামতের মাধ্যমে আপনাকে আল্লাহ তা'আলা এই পরিমাণ জ্ঞান দান করেছেন যে, লৌহ কলমের ইল্ম আপনার বিজ্ঞানের মধ্যে থেকে একটি অংশ।

يَانَفْسُ لَاتَقْنَطِيْ مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ
اِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ

(ইয়ানাফসু লাতাকনাতি মিনাজ্জাল্লাতিন আজুমাত ইন্নাল কাবায়েরা ফিল গোফরানে কাললামামি)।

হে অসহায় বান্দা! তুমি বড় গুনাহ্‌র ক্ষমা থেকে নিরাশ হবে না, কেননা দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট বড় গুনাহ্ ছোট গুনাহ্ বরাবর।

لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّيْ حِيْنَ يَقْسِمُهَا
تَأْتِيْ عَلٰى حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِي الْقِسَمِ

(লায়াল্লা রাহমতা রাব্বী হীনা য়ুকাসসেমুহা তাতি আলা হাসাবিল এচয়ানি ফিল কিসামি)।

আশা আছে যখন আমার শ্রষ্টা নিজের রহমতকে ভাগ করবেন, তখন সেই রহমত গুনাহ্‌গারদের গুনাহ্ অনুযায়ী অংশ আসবে। যার গুনাহ্ বড় হবে তার উপর রহমতের ভাগও বেশী হবে।

يَارَبِّ وَاجْعَلْ رَجَائِيْ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ
لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِيْ غَيْرَ مُنْخَرِمِ

(ইয়ারাব্বী অজআল রাজায়ী গাইরা মুনআকিসিন লাদাযকা অজআল হিসাবি গাইরা মুনখারেমি।

وَالْطُفْ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّ لَهُ
صَبْرًا مَتَى تَدْعُهُ الْأَهْوَالُ يَنْهَزِمِ

(অআলতুফ বেআবদিকা ফিদদারাইন আন্না লাহু চাবরাস মাতা তাদআহুল ইয়ান হাসেমি হাওয়ালু)।

হে আমার প্রভু! আল্লাহ আমার উপর রহমত করুন, যেহেতু আপনার বান্দাদের উপর উভয় জগতে দয়া করবেন, কেননা এই হতভাগাদের ধৈর্য এতই দূর্বল যে যখন তারা মছিবতের সম্মুখীন হয়, তখন ধৈর্যহারা হয়ে যায়।

وَلَنْ تَرَىٰ مِنْ وَّلِيٍّ غَيْرَ مُنْتَصِرٍ
بِهٖ وَ لَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرَ مُنْقَصِمِ

(অলান তারা মিউ ওয়ালীয়্যীন গাইরে মুনতাসিরি বিহি অলা মিনআদায়িন অগাইরা মুন কাসিমি)।

তুমি হুযূর (সাঃ)- এর কোন বন্ধুকে এমন দেখবে না যে, তিনি তাকে সাহায্য করেন নাই। আর হুযূরের কোন বিরোধী এমন হয় নাই যে বিপর্যস্ত হয় নাই।

اَحَلَّ اُمَّتَهٗ فِيْ حِرْزِ مِلَّتِهٖ
كَاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الْأَشْبَالِ فِيْ اَجَمِ

(আহাল্লা উম্মাতাহু ফি হিরযি মিল্লাতেহি কাললায়ছে হাল্লা মাআল আসবালি ফি আযাম)।

নবী করীম (সাঃ) স্বীয় উম্মতকে ইসলামের এমন ছায়াতলে সমবেত করেছেন, যেমন ব্যাঘ্র তাঁর শাবকদিগকে লইয়া বনে বাস করে, যার ফলে শাবকদের কোন ভয় থাকে না।

حَاشَاهُ اَنْ يُحْرِمَ الرَّاجِىْ مَكَارِمَهٗ
اَوْ يَرْجِعُ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمِ

(হাশাহু আই ইউহরামাররাজি মকারেমহু আও ইরজেউল যারু মিনহু গাইরা মুহতারামি)।

হুযূরের সম্পর্কে এরূপ ধারণা করাও ভুল যে, তিনি তাঁর দানের আকাঙ্খাকারীকে নিজের বখশীস থেকে বঞ্চিত রাখবেন অথবা তাঁর সাহায্য যাচ্নাকারী বঞ্চিত হয়ে ফিরে যাবে।

وَلَنْ يَفُوْتَ الْغِنٰى مِنْهُ يَدًا تَرِبَتْ
اِنَّ الْحَيَا يُنْبِتُ الْاَزْهَارَ فِى الْاَكَمِ

(অলাই য়াফুতাল গেনা মিনহু ইয়াদান তারেবাত আন্নাল হায়া ইয়ানবিতু আযহারা ফিল আকামি)।

নবীজীর দানশীল দরবার হইতে কেহ রিক্ত হস্তে ফিরবে না। নবীজীর শাফা'আত দ্বারা উম্মত মাত্রই ধন্য হইবে, যেরূপ বৃষ্টি বর্ষিত হয় সকলের উপরই।

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِيْ مَنْ اَلُوْذُ بِهٖ
سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

(ইয়া আকরামাল খালক মালি মান আলুছবিহি সেওয়াকা এন্দা হুলুলিল হাদেস আল আমমি)।

ইয়া রাসূল (সাঃ) আপনাকে আল্লাহ্ সকল সৃষ্টিকূলের মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন। আপনাকে ছাড়া আমার এমন কেহ নাই যার নিকট আমি কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য থেকে আশ্রয় নিব।

فَاِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللهِ لَيْسَ لَهٗ
حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ

(ফাইন্না ফাদ্দালা রাসুলুল্লাহে লাইছালাহু হাদ্দুন ফাইয়ারিবু আনহু নাতিকুন বিফাহামি)।

রাসূল (সাঃ)- এর ফজিলত ও মর্যাদার কোন সীমা নাই।

একমাত্র আল্লাহ্র সাথে অংশীদার বানানো ছাড়া তাঁর যত ইচ্ছা ফাজায়েল বর্ণনা কর তাতে বাধা নাই।

وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُوْلِ اللهِ نُصْرَتُهٗ
اِنْ تَلْقَهُ الْاُسْدُ فِيْ اَجَامِهَا تَجِمِ

(অমান তাকুন বেরাসুলিল্লাহ নাসারতাহু ইনতালকাহুল

উসদু ফি এজামেহাতাজেমি)।

যে ব্যক্তির প্রতি রাসূলের সাহায্য পৌঁছে গেছে, যদি তাকে বাঁশ ঝাড়ে ব্যাঘ্রও পেয়ে বসে তবে সে ব্যাঘ্র আশ্চার্য হয়ে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়বে।

ফায়েদা

হুযূর (সাঃ)- এর গোলাম (কৃতদাস) হযরত সাফীলা (রাঃ) সমুদ্রে জাহাজের আরোহী ছিলেন। জাহাজ ভেঙ্গে গেলে এক টুকরা কাষ্ঠে বসে পরলেন, আর সেই কাষ্ঠ খন্ডটি ভেসে ভেসে এক বনের দ্বারে যেয়ে লাগলো, যার মধ্যে ছিল হিংস্রপ্রাণীর বাস। অকস্মাৎ একটি ব্যাঘ্র হুযূরের গোলামের দিকে আসতে ছিল। গোলাম বলে উঠলো যে, হে বাঘ! আমি রাসূল (সাঃ)-এর গোলাম, ইহা শুনে সে লেজ নেড়ে তার কাছে এসে দাড়ায়। অতঃপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে।

وَائْذَنْ لِسُحْبِ صَلٰوةٍ مِّنْكَ دَائِمَةً
عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْهَلٍّ وَّ مُنْسَجِمٍ
مَا رَنَّحَتْ عَذَبَاتِ الْبَانِ رِيْحُ صَبًا
وَاَطْرَبَ الْعِيْسَ حَادِي الْعِيْسِ بِالنَّغَمِ

(অআজান লেসুহুবি সালাতিন মিন কাদায়েমাতান আলান নবীয়্যে বেমুনহাল ওয়া মুনছাজিম মারাননাহাত আজাবাতিল বানে রিহু ছাবা ওয়া আতরাবাল ইছা হাদিল ইছি বিন নিগামি)।

হে আমার মহান প্রভু! আপনি আপনার স্থায়ী রহমতের

বৃষ্টিকে নির্দেশ দিন, নবীজীর উপর যেন অবিরাম মুষলধার বৃষ্টির ন্যায় রহমত বর্ষণ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত ভোরের বাতাস বৃক্ষের শাখাগুলোকে অবনমিত না করে এবং উষ্ট্রদের রাগ দ্বারা সঞ্চালনকারী নিজ স্বর মাধুর্য দ্বারা উটের পালকে আনন্দ ভাগ করা হয়।

وَالْاٰلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ
اَهْلِ التُّقٰى وَالتُّقٰى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

(ওয়াল আলি ওয়াছ ছাহাব সুম্মাত তাবেয়ীনা লাহুম-আহলিত তোকা অআনোকা অয়ালহিলিমি ওয়াল কারম)।

এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর বংশধরও ছাহাবীগণও সেই লোকদের হুযূরের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং যারা খোদাভীরু, নম্র ভদ্র ও দয়াবান সকলের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

ثُمَّ الرِّضٰى عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَّعَنْ عُمَرٍ
وَّعَنْ عَلِيٍّ وَّعَنْ عُثْمَانَ ذِى الْكَرَمِ

(ছুমার রিদা আন আবিবাকরিউ ওয়া আন ওমার ওয়া আন আলী য়িউওয়া আন ওসমানা জিল কারামি)।

অতঃপর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি আমাদের সম্মানিত সরদার (খলীফা) হযরত আবূ বকর, উমর, আলী এবং উসমান

(রাঃ) সকলের উপর হউক।

(আরবী কাব্যে উসমানের পূর্বে আলীর নাম কবিতার ছন্দ মিলানোর কারণে)

فَاغْفِرْ لِنَاشِدِهَا وَاغْفِرْ لِسَامِعِهَا
سَأَلْتُكَ الْخَيْرَ يَا ذَا الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ

(ফাগফিরলানা সিদিহা অআগফির লেসামেইহা সায়ালতুকাল খাইরা ইয়া যালযুদে অআল কারম)।

হে করুণাময় রহমকারী, হে ক্ষমাশীল এবং দয়ার সাগর আমি আপনার নিকট কল্যাণের প্রার্থনা করছি, আপনি এই "কাছীদা" পাঠকারী ও শ্রোতাগণকে মাগ্‌ফেরাত (ক্ষমা) করে দিন।

نَيْلُ الشِّفَا بِنَعْلِ الْمُصْطَفٰى

بسم الله الرحمن الرحيم

(নাইলুততাগা বেনালিল মুস্তফা)

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম)।

হুযূরের পাদুকা সম্পর্কে হযরত থানভী (রাহঃ)- এর বাণী

আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণের পর এ অধম বান্দাহ্ আশরাফ

আলী নিবেদন করছে যে, বর্তমান যুগে আমাদের গুনাহ্‌র আধিক্যের কারণে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বিভিন্ন বালা- মছিবত যেভাবে আমাদেরকে ঢেকে ফেলেছে, তার প্রতিকার একমাত্র আমাদের আমলের সংশোধন, তাওবা ও ইস্‌তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু আমাদের মনের ও মুখের যে অবস্থা তাতো সবারই জানা আছে।

হ্যাঁ যদি কোন শক্তিশালী অসীলা থেকে থাকে তাহলে তার কল্যাণ ও বরকতে হুযূরী কালব্‌ (বিশুদ্ধচিত্ততা) হাসিল হতে পারে এবং তাওবাও কবূলের আশা করা যেতে পারে। ঐ সমস্ত অসীলার মধ্যে একটি হলো অতীত কালের যুযর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রাপ্ত হুযূর (সাঃ)- এর নাআলে মুকাদ্দাস (পবিত্র পাদুকা) এ জিনিসটিকে অত্যন্ত বরকতময় এবং দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে পাওয়া গেছে।

অতত্রব, ইসলামী-কল্যাণকামিতার কারণে ঐ নাআলে মুবারকের নকশা ইমাম জয়নুল আবেদীন ইরাকী মুহাদ্দিসের বর্ণনা অনুযায়ী যার অশেষ কল্যাণ রয়েছে, মুসলমানদের জন্য এখানে তা পেশ করা যাচ্ছে। তারা এটিকে নিজেদের কাছে রেখে বরকত ও কল্যাণ লাভ করবে এবং এর অসীলায় নিজেদের অভাব, অভিযোগ আবেদন-নিবেদন আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট কবূল করার চেষ্টা করবে। এই পবিত্র নকশার প্রভাব বিশিষ্ট এবং ফযীলত সমূহ কে গণনা করতে পারে? উপরন্তু এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী, উলামা,

মুহাদ্দেসীন, মুহাক্কেকীন থেকে কিছু কল্যাণময় বাণী এবং কিছু কাব্যগাথা উদ্ধৃত করা গেলো, যেগুলোর মধ্যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা নিহিত রয়েছে। এবং সেগুলো পড়লে হুযূর (সাঃ)- এর সঙ্গে প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি হবে। আর এ ভালবাসার আধিক্যের কারণে আপনা-আপনি তাকে অনুসরণ করার সুভাগ্য লাভ হবে। আর এটাই হচ্ছে মানুষের আসল উদ্দেশ্য এবং তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের নাজাতের সম্বল।

অসীলা গ্রহণের পদ্ধতি

ইহা উত্তম যে শেষ রাত্রে উঠে ওযু করে যত বেশী পরিমাণ সম্ভব তাহাজ্জুদ (নামায) পড়বে। অতঃপর ১১ বার দরূদ শরীফ ১১ বার কালিমায়ে তাইয়েবাহ এবং ১১ বার ইসতিগ্‌ফার পড়ে এই নকশাটি আদবের সাথে নিজের মাথার উপর রাখবে এবং সনির্বন্ধভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আবেদন করবে। আল্লাহ্ আমি সেই পবিত্র পাদুকার নকশাকে মস্তকের উপর রেখেছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমি তোমার নিম্ন পর্যায়ের এই গোলামীর সম্পর্কের খাতিরে, এই পাদুকার বরকতে আমার অমুক প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন। কিন্তু শরীয়তের পরিপন্থী কোন হাজাত তলব করা উচিৎ নয়।

অতঃপর ইহা মাথা থেকে নামিয়ে চেহারায় মাখিবেও ইহাকে মুহাব্বাতের সাথে চুম্বন করবে। মুহাম্মদ (সাঃ)- এর প্রতি ইশ্‌ক (প্রেম) বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আবেগের সাথে কবিতা পাঠ করবে। আল্লাহ চাহেতো এক অনাবিল প্রশান্তি অন্তরে অনুভব করবে।

পবিত্র পাদুকার নকশার কতেক কার্যকারিতা ও বিশেষত্ব

আল্লামা মুহাদ্দিস হাফেয তালমাছারী "ফাত্হুল মুতায়াল ফি মাছহে খাইরিন নিয়ালে" বলেন যে, এই পবিত্র নকশার উপকার সমূহ এমন সুস্পষ্ট, যে বর্ণনা করা অপ্রয়োজন।

মোট কথা আবূ জাফর বলেন যে, আমি এক ছাত্রের জন্য এই নকশাটি বানিয়ে দিয়েছিলাম সেই ছাত্র একদা আমার নিকট এসে বলতে লাগলো যে, আমি গত রাতে ইহার আশ্চার্য বরকত দেখেছি। ঘটনাক্রমে আমার স্ত্রী মারাত্মক ব্যথায় মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হয়েছিলো, আমি এই নকশাটি ব্যথার স্থানে রেখে আরয করলাম যে, হে আল্লাহ্তাবারাকা ও তা'আলা আমাকে ছাহেবে পাদুকার বরকত দেখিয়ে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা সেই মুহূর্তে তাকে শেফা (সুস্থতা) দান করলেন।

কাছেম বিন মুহাম্মদের কাওল (বক্তব্য) ইহা পরীক্ষিত। যে ব্যক্তি ইহাকে বরকতের জন্য নিজের সঙ্গে রাখে সে অত্যাচারীদের অত্যাচার এবং শত্রুদের অনিষ্ট, শয়তানের শয়তানী, হিংসুকের কুদৃষ্টি থেকে নিরাপদে থাকবে। এবং যদি গর্ভবতী মহিলা প্রসব ব্যথায় ইহাকে নিজের ডান হস্তে রাখে তাহলে আল্লাহ্র অনুগ্রহে তার কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

শায়খ ইবনে হাবীবুননাবী বর্ণনা করেন যে, তাঁর একটি ফোঁড়া হয়েছিল, যা কারও বুঝে আসছিলনা, প্রচন্ড ব্যথা হইত। কিন্তু কোন চিকিৎসকই তার প্রতিষেধক নির্ণয় করতে পারছিলো না। অবশেষে তিনি এই নকশা ব্যাথার

স্থানে রাখেন, আর রাখা মাত্রই এমন প্রশান্তি লাভ করেন যেন কখনও কোন ব্যথাই ছিলো না।

আরও একটি সুফল (ফাত্হুল মুতায়ালের লেখকের) আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। তাহলো যে, একদা আমার সমুদ্র যাত্রার সুযোগ হয়েছিলো। একসময় এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম যে, সকলেই মৃত্যুর দ্বারে পতিত, কারও বাঁচার আশা ছিল না। আমি এই নকশাটি জাহাজের কাপ্তানের নিকট পাঠালাম, যাতে করে ইহার দ্বারা অসীলা ধারণ করে, সেই মুহূর্তে আল্লাহ্ বিপদমুক্ত করেন।

মুহাম্মদ জাজ্রী থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এই পবিত্র নকশাকে নিজের সঙ্গে রাখে সে খুবই জনপ্রিয় হবে। আর স্বপ্নে হুযূরের যিয়ারাত লাভ নছীব হবে। যে সৈন্যদলের সঙ্গে এই নকশা থাকবে। সেই সৈন্য বাহিনী পরাজয় বরণ করবে না। কোন কাফিলার সাথে থাকলে দস্যু-রাহাজানিদের উৎপাত থেকে রক্ষা পাবে। যে আসবাবপত্রে থাকবে সেগুলো চোর থেকে মাহফুয থাকবে, জাহাজে থাকলে জলমগ্ন থেকে রক্ষা পাবে। কোন প্রয়োজনে অসীলা করলে তা পূর্ণ হবে। এগুলো কিতাবুল কাওল নামের গ্রন্থ থেকে নকল করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আল মুরতাজী নামের গ্রন্থ থেকেও। মুহাদ্দিস, উলামাগণ ও গ্রহণযোগ্য সংস্কারকগণের মাধ্যমে বহু কার্যকর বিশেষত্ব ও ঘটনাবলী قال الامام ابو الخير

(কালল ইমাম আবুল খাইর) বর্ণিত হয়েছে। যার ইচ্ছা দেখে নিবে।

হে নবীর পবিত্র পাদুকার নকশা যাচ্ঞা কারীগণ, জেনে রেখো, নিশ্চয়ই তুমি তাঁর সাক্ষাতের পথ পেয়ে গিয়েছ। সুতরাং তুমি ইহাকে মস্তকের উপর ধারণ কর এবং এ ব্যাপারে পরম বিনয় অবলম্বন কর। আর ইহাকে অনবরত চুম্বন কর। যে ব্যক্তি সত্যি সত্যি মুহাব্বতের দাবী করে নিশ্চয়ই সে তার আপনদাবীকে দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত করে।

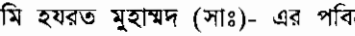

(আনিস সাইয়েদ মুহাম্মদ আল হেমারী আলহোসাইনী আলমালেকা)।

যখন আমি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- এর পবিত্র পাদুকা (নাআল) নকশা দেখি, যার অবয়ব বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তখন আমি বরকতের জন্য এই নকশাটিকে আপন মুখমন্ডলে বুলাইয়া নিলাম। আর তৎক্ষণাৎ আমি আরোগ্য লাভ করলাম, অথচ আমি মৃত্যুদ্বারে পৌঁছে গিয়েছিলাম, এবং আমি ইহার বরকতসমূহ দ্বারা আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছি।

আরও হৃদয়ের যে পরিচ্ছন্নতা আমি চাইতাম তা সুস্পষ্টভাবে পেয়ে গিয়েছি।

فتح وظفر یابد و گردد عزیز   نور دل افزاید و عقل و تمیز
آتش سوزنده نسوزد ورا   سوزن سیلاب ندزدد ورا
از همه آفات سلامت بود   روز قیامت بکرامت بود
وانکه بخانه نهدش باادب   غم رود از خانهٔ او آید طرب
هر که به بیند بدلش بر نهد   شجرهٔ امید ورا بر دهد
می کشم این جا به تبرک مثال   تا شود این نسخه گرامی مقال

(কালা ফিততাহফা আলরাসুলিয়া

হারকে বাকিরতাশ মানালিশ কাসর তাজেউস আনরাবর খুদ নাহার-ফতেহ ও জফর ইয়াবার ও গিরদ ও আজিজ সুরেফিল আফজায়ার ও আকল ও তামিজ আতশ সুজনা নুজফুরা সুজন সায়লাব না অজিদুরা-আজ হামাআফাত সালামত বুদ ওজে কিয়ামত বাকারামত বুদ-ওয়াকা বানহানা নাহাদস বাআদব গমে রওদাস খানাও আয়াতে তুরর- হারকে বাসববে বাদশ বারনাহা সাজারাতে আমির ওরাবদাহা-হাই কাশম ইজাব তাবাররুকে মেছাল তাশুদ ইনুসখা গেরামী মাকাল)।

* যে কেউ নকশাটি কোন কাগজে অঙ্কন করলো, সে তাঁর (হুযূরের) পবিত্র মুকুটটি আপনমস্তকে ধারণ করলো।

* তাতে বিজয়, সফলতা যেমন তার পদচুম্বন করবে, তেমনি তার অন্তরের নুর এবং প্রতিজ্ঞার প্রবৃদ্ধি ঘটবে।

* না পারবে প্রজ্জ্বলনকারী অগ্নি তাকে স্পর্শ করতে, না পানি বাহিত ক্ষতি ও চোরের আক্রমণ সক্ষম হবে।

* সকল বিপদাপদ থেকে সে নিরাপদে থাকবে, আর

কিয়ামত দিবসে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

* যে গৃহে নকশাটি সসম্মানে রাখা হবে, সে গৃহ থেকে দুঃশ্চিন্তা দুরিভূত হয়ে আনন্দ আসবে।

* যে কেউ নকশাটি দেখে অন্তর দ্বারা একে ভক্তি করবে, তার আশার বৃক্ষ তাকে ফল প্রদান করবে।

এই মহৎ লক্ষ্যেই আমি নকশাটি এখানে তুলে ধরলাম, যেন এই পুস্তিকাটি একটি মর্যাদার প্রবন্ধনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সতর্ক বাণী

এই পবিত্র নকশাকে সম্মানে ও সাবধানতার সাথে রাখবেন। কিন্তু সাবধান। এত বাড়া-বাড়ি করবেন না যাতে ইহা শরীয়তের পরিপন্থী পর্যায়ে চলে যায়। আর এদিকে ইহাকে বরকত ও মুহাব্বাতের আছিলা বলে ধারণা করে। বরং দ্বীনের নির্দেশাবলী ও উত্তম কার্যসমূহ ছেড়ে দিয়ে একমাত্র ইহাকে যথেষ্ট মনে করা মস্ত বড় ভুল।

وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

(ওসসালামু আলা মানিততাবায়াল হুদা)।

॥ ০ ॥

নক্‌শায়ে নাআলে শরীফ

هٰذَا مِثَالُ نَعَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ

যে স্থানে তোমার পাদুকার তালুর চিহ্ন থাকবে

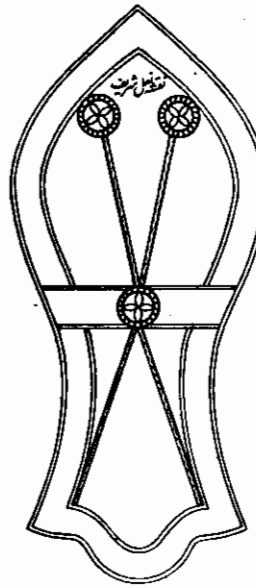

সাহেবে নাযারানদের সহস্র বৎসরের সেজদা সেখানে হবে

الحمد لله

(আলহামদু লিল্লাহ)

এই পুস্তিকাটির সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো যে, ইহাতে এক প্রারম্ভিকা ব্যতীত যুগশ্রেষ্ঠ অলী উম্মতের হাকীম (জ্ঞানী) হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ)-এর যাদুস্ সাঈদ, শায়খুল হাদীস (হাদীসবত্তা) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব মাদ্দাযীল্লুহুল আলীর ফাযায়িলে দরূদ শরীফ এবং ফাযায়িলে নামায এবং ইমাম বুছাইরী (রাহঃ) এর কাছীদা-ই-বুরদাহ্ শরীফ ছাড়া অন্য কোন শব্দ এখানে আনা হয়নি। তাই ইহা উল্লেখিত চারটি গ্রন্থের একটি সার সংক্ষিপ্ত। দয়াময় আল্লাহ্ ইহা কবূল করেন এবং আমাদের জন্য বইটি উপকারী বানান।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠক বর্গদের প্রতি আমার আকুল আবেদন রইল যে, নিজেদের দু'আয় এই অধম বান্দাহ্কেও অনুগ্রহ করে স্মরণ করে নিবেন।

নাযীর আহমেদ

১৬ই শাওয়াল

১৪০০ হিজরী

॥ ০ ॥